لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৫তম বর্ষ ।। ৪র্থ সংখ্যা

১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৪ হিঃ ।। ১৬ই ভাদ্র, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী ৪র্থ সংখ্যা (৫৫তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১
হাদীস শরীফ ঃ
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ ৪
অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫
জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ১০
উপদেশ, বিবেক ও বুদ্ধির সদ্ব্যবহার
জনাব ডাঃ মোহাম্মদ নুরুল আলম ২৮
যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা—'৯৩
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২৯
কাদিয়ান সফরের পবিত্র অনুভূতি
জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ৩৩
ছোটদের পাতা
পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৭
আলোর রবি ঃ জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান
হাদীসুল মাহদী
আল্লামা যিল্লুর রহমান (রহঃ) ৪১
সংবাদ ৪৩
সম্পাদকীয় ঃ ৪৫

রেডিওর ১৬ মিটার ব্যাণ্ড!

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যে ৬-১৫ মিঃ আপনার রেডিওটির সর্ট ওয়েভ-২ তে ১৬ মিটার ব্যাণ্ডে (অর্থাৎ—১৭·৭৬ মেগাহার্টয) টিউন করে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত জুমুআর খুতবা শুনুন। আল্লাহ্‌র তৌহীদ, মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ, কুরআনের অনুপম শিক্ষা, ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলী, ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের মহান পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত এ খুতবা লণ্ডন মসজিদে ফযল থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

—আহমদী বার্তা

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৫তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৩ : ৩১শে যহুর, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৬ই ভাদ্র, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন
সূরা আলে ইমরান—৩

৭। তিনিই মাতৃগর্ভে (৩৬৮) যেভাবে চাহেন তোমাদিগকে আকৃতি দান করেন; তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৮। তিনিই, তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট-দ্ব্যর্থহীন, (৩৬৯) যেগুলি এই কিতাবের মূল; (৩৭০) এবং অন্যগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ (৩৭১) রূপক (এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী); কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা

৩৬৮। যেহেতু সন্তান মায়ের গর্ভে থাকিবার সময়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই হেতু শিশু মায়ের শারীরিক ও নৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। অতএব, ঈসা (আঃ)ও যখন অন্যান্য মানুষেরই মতই মাতৃগর্ভে শারীরিক পুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মাতার দৈহিক-মানসিক গুণাবলী ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এই কারণেই, মহানবী (সাঃ) যখন নাজরান হইতে আগত খৃষ্টানদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় রত হইলেন, তখন তিনি ঈসা (আঃ)-এর মাতৃজঠর হইতে জন্মলাভের যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, ঈসা (আঃ) খোদা হইতে পারেন না। জানা যায়, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেনঃ "আপনারা কি জানেন না, তিনি সেইভাবে ঈসা (আঃ)-কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সাধারণভাবে একজন স্ত্রীলোক যেরূপে সন্তান প্রসব করেন, তিনি ঠিক সেইভাবে ঈসা (আঃ)-কে প্রসব করিয়াছিলেন?" (জরীর, ৩য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ)।

৩৬৯। 'মুহকাম' অর্থ (১) যাহা অপরিবর্তনীয়, রদ বা বদলযোগ্য নহে, (২) অর্থের দিক দিয়া সুস্পষ্ট এবং প্রকাশের দিক দিয়াও পরিষ্কার, (৩) যাহা দ্ব্যর্থ-বোধক বা সন্দেহাত্মক নহে এবং (৪) এরূপ আয়াত যাহা বিশিষ্ট কুরআনী শিক্ষা বহন করে। (মুফরাদাত ও লেইন)।

৩৭০। 'উম্ম্' অর্থ (১) মাতা (২) কোন বস্তুর উৎস, উৎপত্তিস্থল বা ভিত্তি, (৩) এমন বস্তু, যাহা অন্য বস্তুর লালন-পালন সাহায্য-সহায়তা, সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করে, (৪) এমন এক বস্তু যাহার সহিত পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ শৃংঙ্খলিত (আকরাব ও মুফরাদাত)।

৩৭১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আছে তাহারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার (অপ)ব্যাখ্যার (৩৭২) উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক ; অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্‌, এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগণ ; তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সমাগত'। বস্তুতঃ ধীমান (৩৭৩) ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।

৩৭১। 'মুতাশাবিহ্‌' বলিতে বুঝায় (১) যে বাক্যাংশ, বাক্য বা আয়াত বিভিন্নভাবে অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায় অথচ ঐ বিভিন্নতার মাঝেও একটি ঐক্য বিরাজ করে, (২) যাহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের অনুরূপ, (৩) যে সঠিক তাৎপর্য অন্য একটি অর্থের সহিত মিলে বটে, কিন্তু শেষোক্ত অর্থটি উদ্দিষ্ট নহে, (৪) যাহার অর্থ কেবলমাত্র 'মুহ্‌কামের' সহিত মিলাইয়া করিলেই সঠিক হয়, (৫) এরূপ কথা যাহার প্রকৃত অর্থ বহু সুবিবেচনা ছাড়া সঠিক হয় না, (৬) এইরূপ আয়াত যাহাতে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর আয়াতের শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা স্থান পাইয়াছে (মুফরাদাত)।

৩৭২। তা'বিল অর্থ (১) বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা, (২) বক্তৃতা বা রচনার অর্থ সম্বন্ধে অনুমান, (৩) একটি বক্তৃতা বা রচনার অর্থ ঘুরাইয়া ফেলা বা অপব্যাখ্যা করা, (৪) স্বপ্নের ব্যাখ্যা (৫) পরিণতি, প্রতিফল, পরবর্তী ফলাফল (লেইন)। এই আয়াতে শব্দটা দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থে এবং দ্বিতীয়বার প্রথম বা পঞ্চম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৭৩। এই আয়াত দ্ব্যর্থ-বোধক কিংবা বিতর্কমূলক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সুবর্ণ-নীতি প্রদর্শন করিতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ হইল এই যে, বিষয়টিকে বা ব্যাখ্যাটিকে, কুরআনের পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহের আলোকে, পরীক্ষা ও বিবেচনা করিতে হইবে। যদি দেখা যায়, বিতর্কমূলক ব্যাখ্যা, দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীত বা বিরোধী হয়, তাহা হইলে বিতর্কমূলক বাক্যের বা বাক্যগুলির গঠন-পদ্ধতি সবদিক হইতে বিবেচনা করিয়া এমন অর্থ বা ব্যাখ্যায় পৌঁছাইতে হইবে যাহা, দ্ব্যর্থহীন আয়াতের সাথে খাপ খায়। এই আয়াত বলিতেছে, কুরআনে দুই ধরণের আয়াত রহিয়াছে। কতগুলি রহিয়াছে 'মুহ্‌কাম' (দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট) এবং অন্যগুলি রহিয়াছে মুতাশাবিহ্‌ (যাহার বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব)। 'মুতাশাবিহ্‌' আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে পাওয়ার একটি সুন্দর পথ ইহাই রহিয়াছে যে, যতগুলি অর্থ হয় উহার মধ্যে যেসব অর্থ 'মুহ্‌কাম' আয়াতের সাথে খাপ খায়, সেই অর্থই গ্রহণযোগ্য। ৩৯ঃ২৪ আয়াতে সমগ্র কুরআনকেই 'মুতাশাবিহ্‌' বলা হইয়াছে। আবার ১২ঃ২ আয়াতে সমগ্র কুরআনের আয়াতগুলিকেই 'মুহ্‌কাম' বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে, আলোচ্য আয়াতটি উহার বিপরীত, কেননা আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে কতক আয়াত 'মুহ্‌কাম' ও কতক 'মুতাশাবিহ্‌'। কুরআনের আয়াতগুলি, তাৎপর্যের দিক দিয়া দেখিলে সবই 'মুহ্‌কাম' কেননা সবগুলিতেই অপরিবর্তনীয় চিরসত্য রহিয়াছে। আবার অন্যদিক হইতে কুরআনের আয়াতসমূহ সবই মুতাশাবিহ্‌, কেননা কুরআনে এমনই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা একই সময়ে অনেক অর্থ প্রকাশ করে, যাহা সমভাবে সত্য ও

সুন্দর। কুরআন এই অর্থেও 'মুতাশাবিহ্' (পরস্পরের অনুরূপ) যে, ইহাতে কোন বৈপরীত্য বা অনৈক্য নাই, বরং ইহার আয়াতগুলি একে অপরের সহিত পূর্ণ সহায়তাকারী। তবে হ্যাঁ, ইহার অংশবিশেষ 'মুহ্‌কাম' ও অংশবিশেষ 'মুতাশাবিহ্' এই কথাও এইভাবে সত্য যে বিভিন্ন পাঠকের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মানসিকতা, প্রকৃতি-দত্ত শক্তির বিভিন্নতার কারণে, কুরআনকে বুঝিতেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। এই আলোচ্য আয়াতে, এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কুরআনের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, উহার মধ্যে যেগুলি সাদা-সিদা ও সরাসরি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং যাহার একটি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন অর্থ হইতে পারে না সেগুলিকে 'মুহ্‌কাম' বলা যাইতে পারে। অপরদিকে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, এবং যেগুলির ব্যাখ্যা একাধিক হইতে পারে, সেইগুলিকে বলা যাইতে পারে, 'মুতাশাবিহ্'। রূপক ভাষায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সুস্পষ্টভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির আলোকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং এই ব্যাখ্যাকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। 'মুহ্‌কাম' ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ৫৮:২২ এবং 'মুতাশাবিহ্' ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ২৮:৮৬। যেসব আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ নিষেধ ও আইন পূর্ণ আকারে জারি করা হয়, সেগুলিকে 'মুহ্‌কাম' আয়াত বলা যাইতে পারে। আর যেগুলিতে আদেশ-নিষেধ আইন-বিধি আংশিকভাবে দেওয়া হয় এবং অন্য আয়াতাদির সাথে না মিলাইয়া ঐ আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইগুলিকে বলা যায় 'মুতাশাবিহ্'। 'মুহ্‌কামাত' সাধারণতঃ আইনের ও বিশ্বাসের বিধিমালা দান করে। 'মুতাশাবিহাত' সাধারণতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি যথা ঃ নবীগণের জীবন-কাহিনী, জাতিগণের জীবন-কথা ইত্যাদি বর্ণনা করে এবং ঐসব বর্ণনায় এমন বাকধারা ও প্রকাশভঙ্গী ব্যবহৃত হয় যাহার বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। এইরূপ আয়াতগুলির অর্থ করিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যে, এমন কোনও অর্থ যেন করা না হয়, যাহা সর্বজনবিদিত পরিষ্কার অর্থের কিংবা মূলবিশ্বাসের পরিপন্থী। 'মুতাশাবিহ্' আয়াতগুলিতে যে আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহা অর্থের ব্যাপকতা ও গভীরতার জন্য এবং অল্প কথায় বহুকিছু প্রকাশের জন্য ধর্মগ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। এরূপ করার প্রয়োজনও আছে। ইহাতে ধর্ম শাস্ত্রের সৌন্দর্য ও লালিত্য বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের পরীক্ষা উপস্থিত হয়, যাহার মাধ্যমে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিপক্কতা আসে।

(৪র্থ পাতার পর)

পুড়ে কয়লার আগুনকে নির্বাপিত করত। এই মহান সাহাবী (রাঃ)-কে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলছেন, খোদার রাস্তায় প্রতিটি ত্যাগ অগণিত কল্যাণ বয়ে আনে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের এই ত্যাগ অবশ্যই সফলতা বয়ে আনবে। ইহাই খোদার অমোঘ বিধান। আজ যারা নির্যাতিত হচ্ছে আগামীতে তারাই শান্তিদাতা হবে। তাদের দ্বারা পৃথিবী শান্তিপ্রাপ্ত হবে। কোন জাতি কষ্ট ব্যতিরেকে উন্নতি লাভ করেনি। কুরআন ও আমাদিগকে এই চিরন্তন বাণী শুনাচ্ছে যে, জান্নাত লাভ করা সহজ নয় বরং ইহা লাভ করতে হলে বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তার পরেই খোদার পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন এবং খোদার ফযলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তারা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। তাদের জন্যে এই সুসংবাদ— ধৈর্যশীলগণ অবশ্য জয়যুক্ত হবে।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

পরীক্ষার সময়ে দৃঢ়তা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা

কুরআন ঃ

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتى يقول الرسول و الذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب - (البقرة ايت ٢١٥)

অনুবাদ ঃ তোমরা কি ধারণা করছে যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের উপর এখনও তাদের অবস্থা আসে নি যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। অভাব অনটন তাদের নিপীড়িত করেছিল এবং তাদিগকে ভীত কম্পিত করা হয়েছিল এমনকি রসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলে উঠল, কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে ? স্মরণ রাখো আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকটে।

হাদীস ঃ

سمعت خبابا يقول اتيت النبى صلى الله عليه وسلم و هو متوسد بردة و هو فى ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت الا تدعوا الله فقعد و هو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد مادون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه و يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه و ليتمن الله هذا الامر حتى ليسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف الا الله - (بخارى)

অর্থাৎ হযরত খাব্‌বাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। সে সময়ে হুযুর (সাঃ) খানা কাবার ছায়ায় চাদরের উপর বসে ছিলেন। ঐদিন-গুলিতে মুশরিকগণ মুসলমানদিগকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল, (হযরত খাব্‌বাব) বললেন যে, আমি (নবী করীম (সাঃ)-কে) বল্‌লাম, আপনি (সাঃ) আমাদের জন্য কেন দোয়া করেন না ? হুযুর (সাঃ) উঠে বসে গেলেন এবং তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী(ঈমানদার)দের লোহার চিরুনী দ্বারা গোস্ত চেঁছে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই অত্যাচার দ্বারাও তাদের ঈমান হতে বিমুখ করতে পারেনি। তদের মাথায় করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করা হতো ইহাও তাদের ধর্ম হতে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহ্‌তালা এই (ইসলাম) ধর্মকে পূর্ণতা দান করবে এবং সেদিন নিকটে যে দিন একজন অশ্বরোহী 'সানা' (জায়গার নাম) হতে 'হাযরা মাওত' (জায়গার নাম) পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাতায়াত করবে খোদা ছাড়া অন্য কারও ভয় থাকবে না।

হযরত খাব্‌বাব (রাঃ) ইসলামের জন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন ও নির্যাতিত হয়েছেন। তাকে কাফেরগণ উল্টো শুইয়ে পিঠে জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিত মাংস ও চর্বি

(অবশিষ্টাংশ ৩-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নিকট আরবীতে অবতীর্ণ ইলহামসমূহের বঙ্গানুবাদের অবশিষ্টাংশ—অনুবাদক)

"ভূমিকম্পের ধাক্কা, যাহা অট্টলিকার একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে, তাহা স্থায়ী শান্তির স্থানকে এবং অস্থায়ী শান্তির স্থানকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। ইহার পর আরো একটি ভূমিকম্প আসিবে। পুনরায় যখন বসন্ত আসিবে, তখন আবারো একটি

(পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত টীকার অবশিষ্টাংশ)

আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, ইহা এই পবিত্র নবীর ঐ মনোযোগ ছিল যাহা ঐসকল লোককে পার্থিব জীবন হইতে এক পবিত্র জীবনের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিল এবং দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করিল। ইহা তলোয়ারের জোরে হয় নাই। বরং ইহা এই তের বৎসরের আহ্‌জারী দোয়া ও কান্নাকাটির ফল ছিল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মক্কাতে ইহাই করিতেন এবং মক্কার যমীন বলিয়া উঠিল আমি এই মোবারক পায়ের নীচে আছি। তওহীদের আওয়াজ যাহার হৃদয় হইতে এতখানি উঠিল, আকাশ তাঁহার আহ্‌জারীতে পূর্ণ হইয়া গেল। খোদা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কোন হেদায়াত বা জাহেলিয়্যতের পরওয়া করেন না। অতএব হেদায়াতের এই ব্যতিক্রমধর্মী জোতিঃ আরব উপদ্বীপে বিকশিত হইল। অতঃপর ইহা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ইহা ছিল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের দহনের ফল। প্রত্যেক জাতি তওহীদ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তওহীদের ঝরণা ইসলামে জারী রহিল। এই সকল বরকত আঁ-হযরত—সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দোয়ার ফল ছিল। যেমন আল্লাহতা'লা বলেন,

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين (সূরা আশ্‌ শূয়ারা—আয়াত ৪)

অর্থাৎ, এই সকল ব্যক্তি ঈমান আনিতেছে না বলিয়া কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করিয়া দিবে? পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের মধ্যে এই পর্যায়ের সংশোধন ও তাক্‌ওয়া সৃষ্টি হয় নাই।

(টীকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দ্রষ্টব্য)

ভূমিকম্প আসিবে। অতঃপর বসন্ত যখন তৃতীয়বার আসিবে তখন প্রশান্তির দিন আসিয়া যাইবে। এই সময় পর্যন্ত খোদা কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশ করিবেন। হে খোদা! ভয়ংকর ভূমিকম্পের আগমনকে কিছুটা বিলম্বিত করিয়া দাও। খোদা কিয়ামত সদৃশ ভূমিকম্পের

ইহার কারণ এই ছিল যে, উম্মতদের জন্য এই পর্যায়ের মনোনিবেশ ও অন্তরের দহন ঐ সকল নবীর মধ্যে ছিল না। আফসোস, বর্তমান যুগের মুসলমানেরা তাহাদের এই সম্মানিত নবীর কোন কদর করে নাই এবং সব ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছে। তাহারা খতমে নবুওয়তের এইরূপ অর্থ করে যাহার দরুন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রশংসার পরিবর্তে দুর্নাম হয় যেন আঁা-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র আত্মায় আশিসের ও আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য কোন শক্তি ছিল না এবং তিনি কেবল শুষ্ক শরীয়ত শিখাইতে আসিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা এই উম্মতকে

اهدنا الصراط المستقيم ط صراط الذين انعمت عليهم

(অর্থ : আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও, তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ —অনুবাদক) দোয়া শিখাইতেছেন। অতএব যদি এই উম্মত পূর্বের নবীগণের উত্তরাধিকারী না হন এবং এই পুরস্কারে তাহাদের কোন অংশ না থাকে, তবে এই দোয়া কেন শিখানো হইয়াছে? আফসোস, হিংসা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন কেহ এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করে না। তাহারা বড় ইচ্ছা পোষণ করে হযরত ঈসা আকাশ হইতে অবতরণ করুক। কিন্তু খোদার কালাম কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি মারা গিয়াছেন, এবং তাঁহার কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে আছে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, واوينا هما الى ربوة ذات قرار و معين

(সূরা আল্‌ মোমেনূন—আয়াত ৫১) অর্থাৎ আমি ঈসা ও তাঁহার মাকে ইহুদীদের হাত হইতে বাঁচাইয়া এইরূপ একটি পাহাড়ে পৌঁছাইয়া দিলাম, যাহা আরাম ও শান্তির জায়গা ছিল এবং সেখানে স্বচ্ছ পানির ঝরণা ছিল। অতএব উহাই কাশ্মীর। এই কারণেই সিরিয়ার কোথাও হযরত মরিয়মের কবর সম্পর্কে কেহ কিছু জানে না। তাহারা বলে, তিনিও হযরত ঈসার ন্যায় হারাইয়া গিয়াছেন। ইহা কতখানি যুলুম যে, নির্বোধ মুসলমানদের বিশ্বাস আঁা-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মত খোদার সহিত বাক্যালাপ ও খোদার সম্বোধন হইতে বঞ্চিত। কিন্তু তাহারা নিজেরাই হাদীস পড়ে, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আঁা-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতে বনী ইসরাঈলী নবীগণের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির সৃষ্টি হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একজন এইরূপ হইবেন যিনি একদিক হইতে নবী হইবেন এবং অন্য দিক হইতে উম্মতী হইবেন। তাঁহাকেই প্রতিশ্রুত মসীহ বলা হইবে।

আগমনকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কিছুটা বিলম্বিত করিয়া দিবেন। (১) তখন তুমি একটি আশ্চর্যজনক সাহায্য দেখিবে। তখন তোমার বিরুদ্ধবাদীরা এই কথা বলিতে বলিতে নিজেদের কপালের উপর উপুড় হইয়া পড়িবে—"হে খোদা, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের গুণাহ্ মাফ কর, আমরা অন্যায়ের মধ্যে ছিলাম।" যমীন বলিবে, হে খোদার নবী!

---

(১) টীকা ঃ—প্রথমে খোদার এই ওহী হইয়াছিল যে, ঐ কেয়ামতসদৃশ ভূমিকম্প অতি শীঘ্র আগমন করিবে। ইহার জন্য এই নিদর্শন দেওয়া হইয়াছিল যে, পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ লুধিয়ানীর স্ত্রী মোহাম্মদী বেগমের ছেলের জন্ম হইবে এবং ঐ ছেলে এই ভূমিকম্পের জন্য একটি নিদর্শন হইবে। এই জন্য তাহার নাম বশীরউদ্দৌল্লাহ্ হইবে। কেননা সে আমাদের সেলসেলার উন্নতির জন্য সুসংবাদ দিবে। অনুরূপভাবে আলম কাবাব (অর্থ ঃ—প্রতাপশালীর নিদর্শন—অনুবাদক) হইবে। কেননা যদি লোকেরা তওবা না করে তবে পৃথিবীতে বড় বড় বিপদ আসিবে। এভাবেই তাহার কলেমাতুল্লাহ্ ও কলেমাতুল আযীয (অর্থঃ—প্রতাপশালীর নিদর্শন—অনুবাদক) হইবে। কেননা সে খোদার নিদর্শন হইবে যাহা যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে। তাহার আরো নাম হইবে। কিন্তু ইহার পরে আমি এই কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প কিছুটা বিলম্বে আসার জন্য দোয়া করিলাম। এই দোয়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা এই ওহীতে নিজেই বলেন এবং উত্তরও দেন। যেমন তিনি বলেন, رب اخرو قت هذ اخرة الله الى وقت مسمى অর্থাৎ, খোদা দোয়া কবুল করিয়া এই ভূমিকম্পকে অন্য একটি সময়ে নির্ধারিত করিয়াছেন। খোদার এই ওহী চার মাস ধরিয়া বদর ও আল্‌হাকাম পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল, যেহেতু ইহা জরুরী ছিল ছেলের জন্ম হইতেও বিলম্ব হইবে। অতএব পীর মঞ্জুর মোহাম্মদের গৃহে ১৭ই জুলাই, ১৯০৬ সালে রোজ সোমবার মেয়ে জন্ম হইল। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার একটি নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত ইহা খোদার ওহীর সত্যতারও একটি নিদর্শন, যাহা মেয়ে জন্ম হওয়ার প্রায় চার মাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বড় ভূমিকম্প নিশ্চয় আসিতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিশ্রুত ছেলের জন্ম না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প নিশ্চয় আসিবে না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইহা খোদাতা'লার বড় দয়ার নিদর্শন যে, তিনি মেয়ে সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতের বিপদ অর্থাৎ কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, ইহাতে اخرة الله الى وقت مسمى ওয়াদা অনুযায়ী এখনও বিলম্ব আছে। যদি তখনই ছেলের জন্ম হইত তবে প্রত্যেক ভূমিকম্প ও প্রত্যেক বিপদের সময় ভয়ানক চিন্তা ও সংশয় হইত যে, সম্ভবতঃ ঐ সময় আসিয়া গিয়াছে এবং বিলম্বের উপর কোন ভরসা থাকিত না। এখনতো বিলম্ব একটি শর্তের সহিত শর্তযুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমি তোমাকে সনাক্ত করি নাই। হে অন্যায়কারীরা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। খোদা তোমাদের গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি দয়ালু ও অযাচিতভাবে দাতা। লোকদের সহিত ভদ্রতা ও সহানুভূতির সহিত আচরণ কর। তুমি আমার নিকট মূসার স্থলাভিসিক্ত। তোমার উপর মূসার যুগের ন্যায় একটি যুগ আসিবে। আমি তোমাদের প্রতি একজন রসূল প্রেরণ করিয়াছি যিনি ঐ রসূলের ন্যায়, যাঁহাকে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। আকাশ হইতে অনেক দুধ অবতীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যতার দুধ। আমি তোমাকে আলোকিত করিয়াছি ও নির্বাচন করিয়াছি। তোমার সুখী জীবনের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সব বস্তুর চাইতে খোদা উত্তম। আমার সান্নিধ্যে একটি পুণ্য আছে। উহা একটি পাহাড়ের চাইতেও অধিক বেশী। তোমার প্রতি আমার অনেক সালাম। আমি তোমাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছি। খোদা তাহাদের সহিত আছেন, যাহারা সরল পথ অবলম্বন করে এবং যাহারা সত্যবাদী। খোদা তাহাদের সঙ্গে আছেন, যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা পুণ্যবান। খোদা ইচ্ছা করিয়াছেন তোমাকে ঐ মর্যাদা দিবেন, যাহাতে তোমার প্রশংসা করা হইবে। দুইটি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। খোদার নিদর্শনের জ্যোতিঃ তাহাদের চক্ষুকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। ইহা ঐ বিষয়, যাহার জন্য তাহারা ত্বরা করিতেছিল। হে আহমদ! তোমার ঠোঁটে রহমত জারী আছে। তোমার কথাকে খোদার তরফ হইতে বাগ্মিতাপূর্ণ করা হইয়াছে। তোমার কথায় এমন কিছু আছে যাহাতে কবিদের অংশ নাই। হে আমার খোদা! আমাকে ঐ সকল বিষয় শিখাও, যাহা তোমার নিকট উত্তম। খোদা তোমাকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন এবং আক্রমণকারীর উপর আক্রমণ করিবেন। তাহাদের নিকট যত অস্ত্রসস্ত্র ছিল, উহাদের সবগুলিই তাহারা ব্যবহার করিয়াছে। আমি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে শেষ সময়ে খবর দিয়া দিব যে, তুমি সত্যের উপর নও। খোদা দয়ালু ও দাতা। আমরা তোমার জন্য লোহাকে গরম করিয়া দিয়াছি। আমি সেনাবাহিনীর সাথে অকস্মাৎ আগমন করিব। আমি রসূলের সাথে থাকিয়া উত্তর দিব। আমি আমার ইচ্ছা কখনো পরিত্যাগ করিব এবং কখনো তাহা পূর্ণ করিব।(২) তাহারা বলিবে, তুমি এই মর্যাদা কোথা হইতে লাভ করিয়াছ?

---

(২) টিকাঃ খোদার এই ওহীর শাব্দিক অর্থ এই যে, আমি ভুলও করিব এবং পূর্ণ কর্মও করিব। অর্থাৎ আমি যাহা চাহিব তাহা কখনো করিব এবং কখনো করিব না। আমার ইচ্ছা কখনো পূর্ণ হইবে এবং কখনো পূর্ণ হইবে না। এইরূপ শব্দাবলী খোদার বাক্যে আসিয়া থাকে। যেমন হাদীসে লেখা আছে যে, আমি মোমেনের প্রাণ হরণ করার সময় দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়িয়া যাই। পক্ষান্তরে খোদা দ্বিধা দ্বন্দ্ব হইতে পবিত্র। অনুরূপ-ভাবে খোদার এই ওহী আছে যে, কখনো আমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে এবং কখনো পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, কখনো আমি স্বীয় তকদীর ও ইচ্ছাকে বাতিল করিয়া দিই এবং কখনো স্বীয় ইচ্ছাকে পূর্ণ করি।

বল, খোদা আশ্চর্যজনক শক্তির অধিকারী। আমার নিকট 'আয়েল' আসিয়াছে।(৩) তিনি আমাকে নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি নিজের আঙ্গুল ঘুরাইলেন এবং এই ইঙ্গিত দিলেন যে, খোদার ওয়াদা আসিয়াছে। অতএব মোবারক সেই ব্যক্তি, যে তাহাকে পাইবে এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যাধির বিস্তার ঘটানো হইবে এবং অনেক বিপদ দ্বারা প্রাণের ক্ষতি সাধন করা হইবে। আমি স্বীয় রসূলের সাথে দণ্ডায়মান হইব। আমি ইফতার করিব এবং রোযাও রাখিব।(৪) একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমি এই যমীন হইতে পৃথক হইব না। তোমার জন্য আমার জ্যোতিঃ দান করিব এবং তোমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইব। তোমাকে আমি ঐ বস্তু দিব, যাহা সর্বদা তোমার সাথে থাকিবে। নিশ্চয় আমি যমীনের উত্তরাধিকারী হইব এবং চতুর্দিক হইতে উহাকে খাইয়া চলিব (অর্থাৎ সংকীর্ণ করিয়া আসিতে থাকিব)। অনেক ব্যক্তি কবরের দিকে স্থানান্তরিত হইবে। ঐ দিন খোদার তরফ হইতে সুস্পষ্ট বিজয় আসিবে। আমার প্রভু শক্তিশালী কুদরতের অধিকারী। তিনি শক্তিমান ও বিজয়ী। তাঁহার অভিসম্পাত যমীনে অবতীর্ণ হইবে। আমি সত্যবাদী। আমি সত্যবাদী এবং খোদা আমার সাক্ষ্য দিবেন। হে আদি ও অনাদি খোদা, অধমের সাহায্যে আগাইয়া আস। যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হে আমার খোদা! আমি পরাজিত। দুশমনদের উপর আমার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। অতএব তাহাদিগকে পিষিয়া ফেল। কেননা তাহারা জীবনের চাল-চলন হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তুমি যে বিষয়ে ইচ্ছা পোষণ করা তাহা তোমার হুকুমে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়া যায়। হে আমার বান্দা! যেহেতু তুমি বারবার আমার দরবারে আস সেহেতু তুমি এখন নিজেই দেখিয়া লও তোমার উপর করুণার বারিধারা বর্ষিত হইয়াছে কি হয় নাই। আমি ১৪টি চতুষ্পদ প্রাণীকে বিনাশ করিয়া দিয়াছি। কেননা তাহারা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। জাহেলদের পরিণাম জাহান্নাম।(৫) জাহেলদের উত্তম পরিণাম কমই হইয়া থাকে। আমি বিজয়ী হইয়াছি। আমি জয়লাভ করিয়াছি। আমাকে খোদার তরফ হইতে খলীফা মনোনয়ন করা হইয়াছে। অতএব তোমরা আমার দিকে আসিয়া পড়। আমি খোদার চারণভূমি। আমি হারানো ইউসুফের সুগন্ধ পাইতেছি, যদি তোমরা ইহা না বল যে, এই ব্যক্তির পদস্খলন হইতেছে।"

---

(৩) টিকাঃ এ স্থলে খোদাতা'লা জীব্রাইলের নাম 'আয়েল' রাখিয়াছেন। কেননা তিনি বার বার রুজু করেন।

(৪) টিকাঃ বলা বাহুল্য, খোদা রোযা রাখা ও ইফতার করা হইতে পবিত্র। এই কথাগুলি প্রকৃত অর্থে তাঁহার দিকে আরোপিত হইতে পারে না। অতএব ইহা কেবল একটি রূপক কথা। ইহার অর্থ এই যে, কখনো আমি শাস্তি অবতীর্ণ করিব এবং কখনো কিছুটা অবকাশ দিব। ইহা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, কখনো খায় এবং কখনো রোযা রাখে এবং খাদ্য গ্রহণ করা হইতে নিজেকে বিরত রাখে। এই ধরণের রূপক কথা খোদার কিতাবসমূহে অনেক আছে। যেমন একটি হাদীসে আছে যে, কেয়ামতের দিন খোদা বলিবেন, আমি পীড়িত ছিলাম, আমি উলঙ্গ ছিলাম, ইত্যাদি।

(৫) টিকাঃ ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। আল্লহ্‌ই উত্তম জানেন। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

যে জাতি ইবাদত থেকে নিক্রান্ত হয়ে যায় সে জাতি তাক্ওয়া থেকেও নিক্রান্ত হয়ে যেতে থাকে।

খোদার নিকট সবচে' সম্ভ্রান্ত তিনি যিনি সবচে' বেশী খোদাকে ভয় করে থাকেন।

সারা ইসলামী বিশ্ব একত্রে শক্তি প্রয়োগ করে খলীফা বানিয়ে দিক। তারা তা পারবে না কেননা খলীফার সম্পর্ক খোদাতা'লার মনোনয়নের ওপর নির্ভরশীল।

খেলাফত ও শূরা সম্মিলিতভাবে জামাতে আহমদীয়ার প্রাণ, খেলাফত ও শূরার প্রাণ হলো তাকওয়া।

আপনাদের তাকওয়ার সংরক্ষণ করুন। যদি তাকওয়ার সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে ইবাদতের সংরক্ষণ করুন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক গত ১৯৯৩ সনের ২রা এপ্রিল মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ।

তাশাহ্হুদ তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আনওয়ার আইয়াদাহুল্লাহুতালা বেনাসরেহিলি আযীয কুরআন করীমের নিমোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

يا يها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ط
ان اكرمكم عند الله اتقكم ط ان الله عليم خبير ٥

এরপর হুযূর (আইঃ) বলেন, এর তরজমা এই যে,

হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার, নিশ্চয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী সর্ববিদিত। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৪ আয়াত)

খেলাফতের পরে শূরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ঃ

খোদাতা'লার ফযলের সাথে আজ রাবওয়াতে মজলিসে শূরা পাকিস্তান-এর উদ্বোধন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি যে বাণী লিখে পাঠিয়েছিলাম তা শুনিয়ে দেয়া হয়ে থাকবে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রমও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। আর এখন সম্ভবতঃ সব প্রতিনিধি বিভিন্ন মহল্লায় মসজিদে বসে এ খুতবায় অংশ গ্রহণ করছেন, কেননা সেখানকার মজলিসে শূরার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এখন তারা নিজ নিজ স্থানে গিয়ে ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী দিনের কার্যক্রমের প্রতি চিন্তাভাবনা করবেন। আমি যদিও লিখিতভাবে আমার উদ্বোধনী বাণী পাঠিয়ে ছিলাম এজন্যে খেয়াল ছিল না যে, মসলিসে শূরাকে উদ্দেশ্যে করে সরাসরি বক্তব্য রাখি। কিন্তু নাযের 'আলা সাহেব বেশ জোর দিয়ে আমার নিকট এ আবেদন করেছেন যে, মজলিসে শূরার সদস্যগণের কামনা এই যে, আপনি আজ খুতবায় সরাসরি আমাদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখুন। অতএব, এ উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে উপদেশ দেয়ার লক্ষ্যে এই আয়াতকে বেছে নিয়েছি যা আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। প্রকৃত বিষয় এই যে, মজলিসে শূরা জামাতের একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং ইহা বলা ভুল হবে না যে, খেলাফতের পরে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ ব্যবস্থাপনা মজলিসে শূরা। আর শূরার ব্যবস্থাপনার সাথে জামাতের জীবন সম্পৃক্ত। অতএব, আমরা এভাবে বলতে পারি যে, খেলাফত এবং শূরার মধ্যে সম্মিলিতভাবে জামাতে আহমদীয়ার প্রাণ নিহিত রয়েছে। আর জামাতে আহমদীয়ার জীবন যদি খেলাফত ও শূরার মধ্যে নিহিত থাকে তাহলে খেলাফত ও শূরার জীবন তাকওয়ার (খোদাভীতির) মধ্যে নিহিত, কেননা খেলাফত তাকওয়া ব্যতিরেকে নিরর্থক এবং উদ্দেশ্যবিহীন এবং মজলিসে শূরাও তাকওয়া ব্যতিরেকে কেবল একটি কঙ্কাল, একটি দেহ যার মধ্যে আত্মা নেই। এ দু'টি কথা যদি মজলিসে শূরার সদস্যগণ দৃষ্টির গোচরে রাখেন আর সারা দুনিয়ার জামাতে আহমদীয়ার লোকজন সর্বদা ইহাকে তাদের দৃষ্টির সামনে রাখে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জামাতে আহমদীয়ার ওপরে কখনও মৃত্যু আসতে পারবে না।

খেলাফতে আহমদীয়ার মধ্যে আহমদীয়াতের প্রাণ ঃ

যুগ-খলীফার মধ্যে আহমদীয়াতের প্রাণ—আমি একথা বলিনি। খেলাফতে আহমদীয়ার মধ্যে আহমদীয়াতের প্রাণ নিহিত। মজলিসে শূরার মধ্যে প্রাণ রয়েছে ; না ঐ সদস্যগণের মধ্যে যারা আজ সেখানে একত্রিত হয়েছেন। এ দু'টি বিষয়কে আপনারা সংস্থা হিসেবে গ্রহণ করে নিন এবং এই যে সংস্থা, এর মধ্যে যদিও বহু পবিত্রতা পাওয়া যায় তথাপি এ পবিত্রতার সাথে জামাতের তাকওয়ার একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যুগ-খলীফার তাকওয়া ব্যক্তিগত হয়ে থাকে কিন্তু যে জামাত তাঁকে নির্বাচিত করে যুগ-খলীফার ব্যক্তিত্বের

সাথে সে জামাতের তাকওয়ার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু কুরআন করীম আমাদেরকে এ উপদেশ দিয়েছে যে, দোয়া করতে থাক—ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামান অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে মুত্তাকী(খোদাভীরু)গণের নেতা বানাও। কেননা অ-মুত্তাকীগণের নেতৃত্বে যদি মুত্তাকীও হয় তথাপি তাও নিষ্প্রাণই থেকে যায়। কেননা যে শরীর দিয়ে মস্তিষ্ক অথবা অন্তর কাজ নিবে ঐ শরীরের মধ্যেও যোগ্যতা থাকা চাই। আর শরীরের যোগ্যতা মস্তিষ্ক ও অন্তর উভয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যদি জামাত তাকওয়াশূন্য হয় তাহলে খেলাফত নিজ সত্তায় একাকী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে চলতে পারে না। কেননা যখন অ-মুত্তাকীদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় তখন নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। ইহা হতেই পারে না যে, জামাত অ-মুত্তাকী হবে আর খেলাফতের তাকওয়া ইহাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে থাকবে। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে তো তাকওয়া সংরক্ষিত হতে পারে কিন্তু তাকওয়ার সংরক্ষণ খেলাফতের ব্যবস্থাপনার মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে হতে পারে না। কেননা খেলাফত কোন ব্যক্তির নাম নয় বরং খেলাফত একটি ব্যবস্থাপনার নাম। অতএব, যখন আমি বলি যে, খেলাফতের মধ্যে তাকওয়ার সংরক্ষণ হতে পারে না তখন আমার উদ্দেশ্য এই হয় যে, খলীফা যতই মুত্তাকী হন কিন্তু ঐ ব্যবস্থাপনা যা জামাতের তাকওয়ার প্রতিচ্ছবি তা খেলাফতেরই ব্যবস্থাপনা, যদি উহা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর ফলে জামাতের দৈহিক অবকাঠামোর ওপর খুব বেশী প্রভাব সৃষ্টি হবে। মজলিসে শূরারও একই অবস্থা।

সম্মান পদে নয় বরং তাকওয়ার মধ্যে নিহিত ঃ

অতঃপর এ বিষয়টিকে আপনাদের সামনে খুব স্পষ্ট করে পেশ করার জন্যে আমি এই আয়াতে করীমার আশ্রয় নিয়েছি—ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহে আতকাকুম। পদের একটি সম্পর্ক সম্মানের সাথেও হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন করীম সম্মানের যে দৃষ্টিভঙ্গী এখানে বর্ণনা করেছে তার মধ্যে পদকে সম্মানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বরং তাকওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পদ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানের যোগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তা তাকওয়ার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকে। পদ যখন তাকওয়াশূন্য হয় তখন সম্মান-শূন্যও হয়ে থাকে। বলা হয়েছে, তোমাদের সম্মানের মাপকাঠি যা-ই হোক না কেন কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সম্মানিত তিনি, যিনি সর্বাধিক মুত্তাকী। আর এ বিষয়বস্তুতে এমন একটি কথা বলেছেন যে, যারা কোন পদে অধিষ্ঠিত নয় তারাও কোন ক্ষতির মধ্যে নেই। পদের কারণে লোকের সেবা করার অধিক সুযোগ লাভ হয় কিন্তু খোদার নিকট সম্মান লাভ করার জন্যে পদ আবশ্যকীয় নয়, তাকওয়া আবশ্যকীয়। অতএব, যদি পদ তাকওয়াশূন্য হয় তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট ঐ পদ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যদি তাকওয়ায় পরিপূর্ণ হয় তাহলে ঐ পদও সম্মানের যোগ্য এবং জামাতের যেসব

সদস্য নিজ নিজ স্থানে পদ ছাড়াই তাকওয়ার অধিকারী রয়েছেন তারাও খোদার নিকট সম্মানের স্থান পাবেন।

নির্বাচনের সময় পার্থিব পদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না ঃ

এ সূক্ষ্ম বিষয়টি এজন্যে অতি মনোযোগ সহকারে শোনা এবং বুঝা দরকার যে, ইহা না বুঝার কারণে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটে যায়। যখন মজলিসে শূরার সদস্যগণের নির্বাচন হয়, যখন কর্মকর্তাগণের নির্বাচন হয় তখন যদি ঐ স্থায়ী জীবনের এই মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকে তাহলে এর কুপ্রভাবসমূহ নির্বাচনের ওপর অবশ্যই বিস্তার লাভ করে। আর নির্বাচনসমূহের উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যাহত হয়ে যায়। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, এর ফলে যাকে নির্বাচিত করা হয় সেও অ-মুত্তাকী বলে পরিগণিত হবে। ইহা নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত নয়। কখনও কখনও ঘটনাক্রমে একজন মুত্তাকী লোক জামাতে প্রকাশ্যভাবে উঠে আসতে থাকেন এবং তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে পদাধিকারী হয়ে থাকেন। তিনি নির্বাচনের ফলে সামনে চলে আসেন। কিন্তু এই প্রবণতা স্বীয় অস্তিত্বের মধ্যে অতীব ক্ষতিকর যে, নির্বাচনের সময়ে কতিপয় পার্থিব পদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় আর তাকওয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে জামাতী নির্বাচন করা হয়। এ পর্যায়ে সবচে' বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারি তাহলো এই যে, যদি আপনাদের পসন্দ আল্লাহ্‌র পসন্দ অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের পসন্দ উত্তম আর এ পসন্দের ফলাফল সর্বদা উত্তমভাবে প্রকাশ পাবে। আল্লাহ্‌র পসন্দ থেকে আপনাদের পসন্দ ভিন্নতর হলে দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে, ফলে আপনাদের পসন্দের কোন মূল্যই থাকবে না। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা তাকওয়ার বিষয়টি এমনভাবে বুঝিয়েছেন যে, ইন্না আকরামাকুম ইনাদল্লাহে আতকাকুম—আল্লাহ্‌র পসন্দ তো তাকওয়া বা খোদাভীরুতা, আল্লাহ্ দৃষ্টিতে তিনিই সম্ভ্রান্ত যিনি তাকওয়াপরায়ণ। যদি তোমাদের নিকট সম্মানের মাপকাঠি বদলিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঐ মাপকাঠি নষ্ট হয়ে গেছে। এর কোন গুরুত্ব নেই। অতএব, যদি জামাতের নির্বাচনের সময় তাকওয়াপরায়ণকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে ঐ জামাত কখনও ধ্বংস হতে পারে না। নির্বাচনের সময়ে যদি তাকওয়া পরায়ণকে সম্মানের দৃষ্টিতে না দেখা হয়, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে সম্মানিত বলে বিবেচনা করা হয়, নিজের গোষ্ঠির নেতাকে সম্মানিত বলে বিবেচনা করা হয়, কোন গোষ্ঠিবিশেষের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মানিত বলে বিবেচনা করা হয়, কোন বড় জমিদারকে প্রভাবশালী রূপে দেখা হয়, কোন সম্পদশালী ধনী ব্যক্তিকে সম্মানিত দেখা হয় তাহলে এরূপ নির্বাচন খোদার দৃষ্টিতে নির্বাচন নয়। এজন্যে খেলাফতের পূর্বে নবুওয়তের আবশ্যক। নবুওয়ত ব্যতিরেকে খেলাফতের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। দুনিয়াতে খেলাফতও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না কেননা নবুওয়তই এমন এক পদ যা সরাসরি খোদাতা'লার তরফ থেকে অস্তিত্বে

রূপ লাভ করে। আর এর ওপর এমন এক ব্যক্তিকে কল্যাণমণ্ডিত করা হয় যিনি খোদার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সম্মানিত ও তাকওয়াপরায়ণ। অতএব, যখন পর্যন্ত বিশৃংঙ্খল ব্যবস্থাপনার ওপরে খোদার প্রতিনিধিকে প্রথমে নিযুক্ত করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনী সংস্থা-সমূহে অথবা নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় তাকওয়া প্রবিষ্ট হতে পারে না। ইহা এরূপ এক তত্ত্ব যাকে দুনিয়াতে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। সমগ্র ইসলামী বিশ্ব একত্রিত হয়ে শক্তি প্রয়োগ করুক এবং খলীফা বানিয়ে দেখিয়ে দিক। তারা বানাতে পারবে না কেননা খেলাফতের সম্বন্ধ খোদার পসন্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং খোদার পসন্দ ঐ ব্যক্তির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে থাকে যাকে তিনি তাকওয়াপরায়ণ মনে করেন। আর এর পরে পুনরায় মুত্তাকীগণের একটি দলকে তিনি নিজের চারিদিকে তৈরী করে নেন। তিনি দধির এক সামান্য টুকরার মত দুধে 'সাজ' স্বরূপ হয়ে যান। যারাই তাঁর আশে পাশে একত্রিত হয় তারা নবীর তাকওয়া থেকে তাকওয়া লাভ করে মুত্তাকী হতে শুরু করে দেয়। আবার তাদের নির্বাচন খোদার নির্বাচন বলেও কথিত হয়। যদি তারা মুত্তাকী না হয় তাহলে তাদের নির্বাচন খোদার নির্বাচন বলে কথিত হতেই পারে না। সুতরাং জামাতে আহমদীয়া যখন বলে যে, খলীফা খোদা বানিয়ে থাকেন তখন এই অর্থেই খলীফাকে খোদা বানিয়ে থাকেন।

খেলাফতের সাথে জামাতের তাকওয়ার গভীর সম্পর্ক ঃ

সুতরাং খেলাফতের সাথে জামা'তের তাকওয়ার সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। যদি জামাত মুত্তাকী হয় তাহলে উহার নির্বাচন খোদার নির্বাচন হবে। উহার দৃষ্টি সর্বদা তাকওয়ার ওপরে পড়বে আর উহার সম্মানের মাপকাঠি থাকবে তাকওয়া। এ কথা খেলাফত থেকে শুরু করে জামা'তের প্রত্যেকটি পদের সাথে পর্যায়ক্রমে সম্পৃক্ত যার নির্বাচন করা হয়। এখন আমি শূরার প্রতি আসছি। মজলিসে শূরার প্রতিনিধিদের নির্বাচন যদি তাকওয়ার ভিত্তির ওপরে হয় এবং তাকওয়ার ভিত্তির ওপরেই হতে থাকে তবে যারা মজলিসে শূরার মাঝে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিনিধিত্ব করে তাদের দৃষ্টিকোণ গোষ্ঠির স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে না; কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত শত্রুতার ওপরে হবে না। তাদের সিদ্ধান্ত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে হবে। তাদের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি থাকবে। তারা ইহা ভাববে যে, আমাদের খোদা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট যেন না হন। এর নামই তাকওয়া। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়তমের ভালবাসা হারাবার ভীতি নিয়ে জীবন যাপন করতে থাকে সে-ই মুত্তাকী। অতএব, যে ব্যক্তি সর্বাত্মক এই কথা ভাবেন যে, না জানি এ কথায় আমার খোদা অসন্তুষ্ট হয়ে যান, ঐ কথায় তো আমার খোদা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন না। ভালবাসা হারাবার তরে এ ভীতি, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে তাকওয়ার প্রাণ। অতএব, এ দৃষ্টি

কোণ থেকে যখন তারা পরামর্শের জন্যে একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার বাসনা, সাবধানতা ও চালাকীতে একে অন্যকে পেছনে ফেলার কল্পনা, একে অপর থেকে বক্তৃতায় এগিয়ে যাওয়ার কল্পনা, একে অপরের দলীল খণ্ডন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতার ধারণা যে, আমি তাকে এভাবে জব্দ করেছি, এমন দলীল দিয়েছি যে, বাজি মাত করে দিয়েছি, এবং বেশী ভোট লাভ করার কল্পনা এসব কথা তাকওয়ার ওপরে প্রতিষ্ঠিত মজলিস থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। এসব দোষ ঐরূপ মজলিস থেকে নির্বাসিত হয়ে যায়। এ ধরণের লোক যখন একত্রিত হয় তখন যদি তারা জয়লাভ করে তাতেও কিছু যায় আসে না, যদি হেরেও যায় তবুও কোন কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি যদি একাকী থেকে যায় আর নিজের কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সে ঐ কারণে তার কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, তার কথা খোদার নিকট পসন্দনীয়, এতে সামান্য পরিমাণও পার্থক্য ঘটবে না যে, অন্যান্য লোকজন তাকে সমর্থন করল বা না করল সে পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে বসে যাবে। সে ব্যক্তি কোন অহং রোগের শিকার হবে না। অতএব, তাকওয়া মানুষের মানসিক, আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ সুস্থতা সংরক্ষণের জন্যে অতীব জরুরী বিষয়। ইহা ব্যতিরেকে কোন স্বাস্থ্য বাকী থাকতে পারে না। অতএব, মজলিসে শূরার নির্বাচন করার সময়ে যারা উহাকে নির্বাচিত করেছে তাদের তাকওয়ার ঝলক মজলিসে শূরার মধ্যে দেখা যাবে এবং যদি ভুলক্রমে কোন অ-মুত্তাকী এসেও যায় তাহলে কখনও ইহা বলার প্রয়োজন হয় না যে, নির্বাচকমণ্ডলী ভুল করেছে। কখনও মাঝখানে অজ্ঞতার আবরণ প্রবেশ করে থাকে। এক ব্যক্তি তার সঙ্গীদের নিকট মুত্তাকী বলে প্রতিভাত হতে পারে কিন্তু খোদার নিকট সে মুত্তাকী নয়। সুতরাং ইহা এমন কোন বিষয় নয় যে, যে প্রসঙ্গে আমরা একশত ভাগ নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, যদি মুত্তাকীগণ নির্বাচিত করেন তাহলে তারা (নির্বাচিত সদস্যগণ) অবশ্যই মুত্তাকী হবেন। এরূপ একটি আশঙ্কা থেকে যায়; কিন্তু মুত্তাকীগণের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই এ আশঙ্কা দূর হতে থাকে। তবুও এক সীমা পর্যন্ত আশঙ্কা অবশ্যই থেকে যায়।

নির্বাচনের পূর্বে দোয়ার রীতি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত ঃ

এ অবস্থায় ইহা আবশ্যকীয় যে, নির্বাচনের সাথে যেন দোয়াকে সংযুক্ত রাখা হয়। তাকওয়া কেবল একাকী কাজ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে দোয়া অন্তর্ভুক্ত না হয়। অতএব, মজলিসে শূরার নির্বাচনের প্রাক্কালেও বরং আমি মনে করি না কেবল এ সময়েই বরং অন্যান্য নির্বাচনের সময়েও যদি দোয়ার রীতি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, আর আমার জানা মতে এ রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু হতে পারে যে, বহু জামাত এ ব্যাপারে অজ্ঞ। সর্বদা নির্বাচনের প্রারম্ভে অবশ্যই দোয়া করতে হবে। আর তাকওয়ার সাথে স্বীয় প্রভু-

প্রতিপালকের সন্নিধানে অবনত হয়ে তাঁর নিকট কাতরোক্তি করে দোয়া করা উচিত—আমরা চাই যে, আমাদের পসন্দ তোমারই পসন্দ হোক, আর তোমার পসন্দ আমাদের পসন্দ হোক। আমাদের পসন্দের পার্থক্য যেন দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু আমরা অজ্ঞ যেভাবে তুমি নিজেই বলেছ—হুয়া আ'লামু বেমানিত্তাকা—(সূরা নজম ঃ ৩৩ আয়াত) অর্থাৎ আল্লাহ্ উত্তম অবগত আছেন তোমরা কি জান, কে মুত্তাকী? আল্লাহ্ উত্তমভাবে অবগত আছেন যে, কে মুত্তাকী। তাই বিনয়াবনত হয়ে প্রার্থনা, হে খোদা! আমরা তোমার সন্তুষ্টি মোতাবেক নির্বাচন করতে একত্রিত হয়েছি কিন্তু পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি না যে, তোমার সন্তুষ্টি কিসে। কেননা যাকে আমরা মুত্তাকী মনে করি, হতে পারে সে মুত্তাকী নয়। সুতরাং আমরা তোমার সকাশে বিনয়ের সাথে অবনত হচ্ছি, তোমার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, আর আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের নির্বাচনকে প্রকৃত নির্বাচন বানিয়ে দাও, তোমার নির্বাচন বানিয়ে দাও অতএব, উহা সেই নির্বাচন যা খোদার নির্বাচন। আর এ নির্বাচন যত নীচু তলার ওপর কার্যকর হয়, শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছে ততই অধিক উত্তমভাবে খেলাফতের নির্বাচন সম্পন্ন হবে। কেননা খেলাফতের তাকওয়ার স্পন্দন একেবারে উপর থেকে নীচ তলা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। নবুওয়ত থেকে তাকওয়া উৎসারিত হয় এবং তাকওয়ার রস পাক খেতে খেতে নীচ তলা পর্যন্ত চলে যায়। তাকওয়ার পানি মূলে পৌঁছে গিয়ে উহাকে প্লাবিত করে দেয়। আবার এথেকে যে ক্রমবিকাশ উত্থিত হয় তা তাকওয়া-ভিত্তিক হয়ে থাকে। আর এ জামাতের যেসব প্রতিনিধি শেষ পর্যন্ত এসে ভবিষ্যতে যদি কখনও খেলাফতের নির্বাচন করে তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের নির্বাচন আল্লাহ্‌র নির্বাচন হবে। ইহা প্রকৃত উদ্দেশ্য নচেৎ কেবল দোয়ার কোন সার্থকতা নেই। আমরা দুনিয়াকে বলতে থাকি যে, খেলাফতের নির্বাচন খোদার নির্বাচন। তাদের জ্ঞানে একথা আসতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে তাদের নিকট এ কথা প্রতিষ্ঠিত করা না যায়। আর ইহা এরূপ একটি সুস্পষ্ট মাহাত্ম্য যা চিন্তার বিষয়। যদি নবুওয়তের তাকওয়া নবুওয়াতের সাথীদেরকে প্লাবিত করে এবং তারা নির্বাচন করে আর যদি তারা তাকওয়ার সংরক্ষণ করে এবং বংশ পরম্পরায় তারা তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে প্রতিটি নির্বাচন অবশ্যই খোদার নির্বাচন বলে পরিগণিত হবে। কেবল খেলাফতেরই নয় আমীরের নির্বাচনও খোদার নির্বাচন হবে। প্রেসিডেন্টের নির্বাচনও খোদার নির্বাচন হবে। এই সাকল্য অবস্থার নামই খেলাফত। আর এর জীবন তাকওয়ার মধ্যে নিহিত। সুতরাং যদি মজলিসে শূরাকে আপনারা জীবিত রাখতে চান, প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী রাখতে চান তাহলে উহার তাকওয়ার সংরক্ষণের জন্যে ইহা জরুরী যে, আপনারা উহার মূল ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখুন যেখান থেকে তাকওয়ার চারা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যদি মূল ঠিক থাকে তবে সব কিছু ঠিক থাকবে।

প্রত্যেক পুণ্যের মূল ভিত্তি হলো এই তাকওয়া ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাকওয়ার ওপর যে পংতি লিখেছেন তা এই ঃ

হার এক নেকী কি জড় ইয়ে ইত্তেকা হ্যায়
আগার ইয়ে জড় রাহি তো সব কুচ রাহা

অর্থাৎ প্রত্যেক পুণ্যের মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া যদি এ মূল ভিত্তি থাকে সব কিছু থাকল। ইহা ঐ বিষয় যা আমি সুস্পষ্ট করে আপনাদের নিকট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে চাই। যতটুকু আমার স্মরণ আছে, প্রথম পংতিটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ছিল। যেভাবে কখনও কখনও এরূপ হয়ে থাকে যে, একজন কবি একটি পংতি রচনা করে আটকে যায়, পরে এর অনুরূপ ও সমমানের পংতি তার মাথায় আসে না এবং এ সময়ে আবার কখনও অন্য কবির অপর একটি পংতি সংযোজিত করে তার পংতির আধাটা অংশে পরিণত হয়। আবার কখনও এরূপ উত্তম পংতি সংযোজন করে দেয়া হয় যেন সমস্ত কবিতাটাই তার হয়ে যায়। আল্লাহ্-তা'লাও কখনও কখনও এরূপ ভালবাসার অভিপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন এ পংতিটি বল্লেন,—হার এক নেকী কা জড় ইয়ে এত্তেকা হ্যায়—তখন চিন্তাই করছিলেন যে, এখন এর পর কি বলবেন। সবচে' উত্তম কথা তো বলে দিয়েছি, 'হার এক নেকী কী জড় ইয়ে এত্তেকা হ্যায়।' এর পর কি কথাই বাকী থেকে গেল। তখন ইলহাম হল—আগার ইয়ে জড় রাহি তো সব কুচ রাহা। আর কত মর্যাদার সাথে বিষয়টি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মূল তো রয়েছে কিন্তু ঐ মূলকে ধরে রাখ তবে সব কিছুই তোমরা পেয়ে যাবে। সুতরাং যদি শূরার ব্যবস্থাপনাকে সমুন্নত রাখতে চাও, যদি খেলাফতের ব্যবস্থাপনাকে সমুন্নত রাখতে চাও, তাহলে তাকওয়ার মূলকে ধরে রাখ আর এই আহ্বান তোমাদের সকল ভাইকে জানাও। পূর্বে আমি বলতাম, গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে আমার পক্ষ থেকে এই আহ্বান পৌঁছাবে, কিন্তু এখন আমি তো সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলছি যে, যা আমি শূরাকে বলছি তা তোমাদেরকেও বলছি। তোমাদের প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করেই বলছি, এ বিষয়কে ভালভাবে বুঝে নাও। আর নিজেদের সকল নির্বাচনে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য সব কিছুকে বের করে দাও। নিজেদের চৌধুরীপনাকে পরিত্যাগ করো, নিজেদের বন্ধুদেরকে পরিত্যাগ করো, স্বীয় শত্রুদেরকে পরিত্যাগ করো, নিজেদের সম্পর্ককে ছিন্ন করো, একটাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখ আর সেই সম্পর্কটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক। তাকওয়াকে দৃষ্টির সামনে রেখে নির্বাচন করো তাহলে আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, কেয়ামত পর্যন্ত এই জামাত মরবে না, বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অতএব, মজলিসে শূরার প্রাণ তাকওয়ার মধ্যে নিহিত আর আমি আশা করি যে, মজলিসে শূরার নির্বাচকমণ্ডলী তাকওয়ার দ্বারাই

কাজ নিয়ে থাকবে এবং যদি কোন অভাব থেকে যায় তাহলে দোয়া ওগুলোকে পূর্ণ করে দিয়ে থাকবে। সুতরাং দুনিয়া ব্যাপী যেখানেই জামাত এই আহ্‌বান শুনছে তারা আগামীতে ইহা স্মরণ রাখবে যে, নিজেদের প্রত্যেক নির্বাচন যেন দোয়া দ্বারা শুরু করে এবং দোয়াতে বিশেষ করে একথার প্রতি দৃষ্টি রাখে যে, আমরা খোদা কর্তৃক পসন্দকৃত নির্বাচন করতে চাই। এ বিস্তারিত আহ্‌বানের সাথে, যা মানুষ নিজের আত্মাকে জানায় মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রকাশ্যভাবে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যায়। যাবার পূর্বে মানুষ চিন্তা করতে থাকে যে, অমুকও আমার বন্ধু, অমুকও। অমুক মনে হয় অমুককে প্রেসিডেন্ট বানাতে চেষ্টা করছে আর সে ভাল মানুষ নয়। আমি মনে করি অমুক হলে ভাল হবে। নিজের নিয়্যতকে তাকওয়ার পোশাক পরিয়ে আছেন কিন্তু কখনও কখনও তা দুর্গন্ধ ও ময়লাযুক্ত হয়। নামে তাকওয়ার পোশাক অথচ এ ধরণের চিন্তা-চেতনা নিয়ে মানুষ নির্বাচন করতে উপস্থিত হয়। সেখানে যখন দোয়া আরম্ভ হয় তখন মানুষ নিজেকে আর একবার স্মরণ করায় যে, আমার পসন্দের কি মূল্য? কোন মূল্য নেই—আমার পসন্দের না তো তাঁর পসন্দের যাঁর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা একত্রিত হয়েছি। তাঁর পসন্দই প্রকৃতপক্ষে কার্যকর। অতএব, হে খোদা! তুমি আমাকে তোমার পসন্দ মোতাবেক দান কর। আমার দৃষ্টির বক্রতা দূর করে দাও। আমার চোখের ওপরে যদি পক্ষপাতিত্ব অথবা কোন সম্পর্কের কোন আবরণ প্রতিবন্ধক হয় তাহলে ঐ আবরণকে ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করো। আমাকে তোমার সন্তুষ্টি দেখাও, তোমার সন্তুষ্টির পথ দেখাও। তাঁকে ভোট দেবার সৌভাগ্য দান করো যে তোমার দৃষ্টিতে মুত্তাকী আর তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সম্মানিত। এই দোয়া করতে করতে যে জামাত নিজেদের নির্বাচন করে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আর এতে এক অণু পরিমাণও সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌তা'লা এ নির্বাচনকে সংরক্ষণ করবেন এবং এরূপ প্রতিটি নির্বাচন যা এরূপ দোয়ার সাথে ও তাকওয়ার চেষ্টার সাথে করা হবে, আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে উহা আল্লাহ্‌রই নির্বাচন হবে।

তাকওয়ার প্রাণ ইবাদতের মধ্যে নিহিতঃ

এ পর্যায়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যা আমি আপনাদের সামনে অর্থাৎ কেবল মজলিসে শূরার সামনেই নয় বরং সারা দুনিয়ার আহমদীদের সামনে রাখতে চাই তা এই যে, তাকওয়ার নিজস্ব প্রাণও কোন দেহে অবস্থান করে আর ঐ দেহটি কি? তাক্‌ওয়ার প্রাণ ইবাদতের মধ্যে নিহিত। যে জাতি ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় উহা তাকওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। কুরআন করীম নামায প্রসঙ্গে বলে—ইন্নাস্‌সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার—উক্ত বর্ণনা মতে ঐ সকল বস্তু যেগুলোর মধ্যে মলিনতা থাকার ফলে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং বলে, নামায উহাদের সংরক্ষণ করে। অতএব, তাকওয়ার নিজস্ব প্রাণ ইবাদতের

মধ্যে নিহিত। এজন্যে আমি ইবাদতের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করছি; কিন্তু 'বিশেষ গুরুত্ব' শব্দটি কেবল একটি বাকধারা মাত্র। ইবাদতের ওপরে বিশেষ গুরুত্বই কেবল দেয়া যায় না বরং সবটুকু গুরুত্বও যদি দেয়া হয় তবুও তা সাধারণ বলে প্রতিপন্ন হবে। কেননা ইবাদতে তো সবই আছে। উহা ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি উপস্থিত হল এবং সে তার বহু অসুবিধার কথা প্রকাশ করল। আর এসব অসুবিধার ফলে, সে বল্ল, আমি ফকীর হয়ে গেছি। পশুদের পেশাবে আমার পোশাক ভিজে টই টুম্বুর থাকে। কয়েকবার কয়েকভাবে ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন রকম ব্যস্ততা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার পরে জিজ্ঞেস করল, এসব অবস্থায় আমি নামায থেকে মুক্তি পেতে পারি কি? তখন আঁ-হযরত (সাঃ) বল্লেন, নামায না থাকলে অবশেষে থাকলই বা কি? কিছুই থাকল না। যখন ইবাদতই থাকল না তখন ধর্মই কিসের? অতএব, কোন অবস্থাতেই ইবাদত মাফ হয়ে যেতে পারে না। ইবাদতকে উত্তমভাবে করতে হলে আপনাদেরকে উত্তম হতে হবে। কিন্তু যদি উত্তম নাও হতে পারেন তাহলেও ইবাদত আবশ্যকীয়। উহা তো কোন অবস্থায়ই মাফ হয়ে যেতে পারে না। সুতরাং ইবাদতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

একটি আনন্দের সংবাদ ঃ

এ পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে একটি আনন্দের সংবাদ শুনাতে চাই। ইহা আমাকেও অনেক আনন্দ দিয়েছে। এতে সমগ্র জামাতের শামেল হওয়া উচিত। আমি জুমুআতুল বিদার খুতবায় বলেছিলাম, আমার এখন থেকেই চিন্তা হচ্ছে যে, ঈদের দিনে মসজিদসমূহের অবস্থা কি হবে। জুমুআতুল বিদার দিনে যেসব মসজিদ ভরে গেছে উহা ঈদের দিনে নামাযীদের অন্বেষণ তো করবে না এবং তার ওপর আবিলতা তো এসে যাবে না যে, সমস্ত লোক নিজের ইবাদতকে জুমুআতুল বিদার দিনেই বিদায় দিয়ে দেবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ প্রসঙ্গে আমার নিকট যে প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে উহা রাবওয়ার ছিল। সেখানে সারা রাত্র খোদ্দাম, আনসার এবং শিশুরা পরিকল্পনা করছিল আর নামাযের অনেক আগেই খুব ভোরে তারা ঘরে ঘরে গিয়ে কড়া নেড়েছে এবং এর ফলে ঈদের দিনে নামাযে এত লোক সমগম হয়েছে যে, অনেক পত্র লেখক যারা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং দর্শক ছিল তারা লিখছে যে,আমরা রাবওয়ায় মসজিদ এবং অন্য সব মসজিদে আজ পর্যন্ত কখনও ভোরের নামাযে এত সংখ্যক নামাযী দেখিনি যত সংখ্যায় ঈদের দিনে ছিল। আপনারা ইহা বলে তো আমার ঈদ (আনন্দ) বানিয়ে দিলেন। বাকী জামাতগুলো থেকেও এ ধরণের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ ঈদকে (আনন্দকে) স্থায়ী করুন তাহলে স্বাদ পাবেন। সাময়িক ঈদে কি উপকার যা বিদায়ের সময় দুঃখ দিয়ে যায়। এজন্যে নামাযের সাথে গ্রথিত হয়ে যান আর ইহাকে এক স্থায়ী মর্যাদা দিয়ে দিন। ইহা আপনার

জীবনের শ্বাস প্রশ্বাসের মত একটি অংশে পরিণত হোক। শ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচতেই পারে না। এভাবেই প্রকৃতপক্ষে ইবাদত ব্যতিরেকে কোন মানুষ অথবা জাতির আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। অতএব, একে তো বাইর থেকে দরজায় কড়া নাড়ানোর জন্যে পূর্ব-নিযুক্ত লোক রয়েছেন। এসব লোক স্থায়ীভাবে কড়া নাড়াতে পারবে না। আমার ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আমি কাজ করেছি এবং বিভিন্ন সংগঠনে আমি কাজ করেছি। কিছু সময় পর্যন্ত লোকেরা উদ্দীপনা দেখায়, কড়া নাড়িয়ে দেয় এবং কিছু দিন পরে আস্তে আস্তে নির্বিকার বসে যায় আর ঐ লোক যাকে বার বার আশ্রয় দিয়ে দিয়ে আগে নিয়ে যাওয়ার অভ্যোস সৃষ্টি হয়ে যায়, যখন তার আশ্রয় থাকে না তখন সে পিছনে পড়ে থাকে। এজন্যে ইহা কোন স্থায়ী চিকিৎসা নয়। এক দিনের আনন্দ তো আছে কিন্তু ইহা এমন আনন্দ নয় যা সব সময়ের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। এর একই চিকিৎসা, প্রত্যেকের আত্মার মধ্য থেকে এক কড়া-নাড়ানো লোক সৃষ্টি হোক। উহা থেকে উত্তম কোন কড়া-নাড়ানো লোক নেই যা নিজের মধ্য থেকে জেগে উঠে এবং মানুষকে অস্থির করে দেয়। যখন পর্যন্ত সে জীবিত থাকে, যখন পর্যন্ত সে শ্বাস নিতে থাকে নিজের অভ্যন্তরের কড়া-নাড়ানো লোক কড়া নাড়তে থাকবে। সে কখনও নিষ্ক্রিয় হবে না, বরং সময় পার হওয়ার সাথে সাথে সে অধিক শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে আসবে। আর ইহা ঐ আত্মিক মর্যাদা যে, জাতি যদি উহাকে দৃষ্টিগোচরে রাখে তাহলে জীবিত থাকার গোপন রহস্যও লাভ হবে এবং মরে যাওয়ার গোপন রহস্যও লাভ হবে, কেননা এ কড়া-নাড়ানো লোক পাপের জন্যেও করা নাড়ে এবং পুণ্যের জন্যেও করা নাড়ে। আপনি উহাকে যত পাপের কাজে উৎসাহ দেবেন ততই শক্তি ও জোরের সাথে উহা পাপের জন্যে কড়া নাড়াবে। যাদের রাত্রে উঠে পাপ করার অভ্যেস আছে তাদের এ কড়া-নাড়ানো লোক তো রাত্রে তাদেরকে জাগায়, তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না যখন পর্যন্ত না সে তার পাপের আকাঙ্খা পুর্ণ করে। পুণ্যের জন্যেও এক কড়া-নাড়ানো লোক আছে, যে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সবদিকে কড়া নাড়াবার শক্তি লাভ করে। তার মধ্যে নতুন সংকল্প ও নতুন উদ্যম সৃষ্টি হয়ে যায়। তার কড়া নাড়ানোর মধ্যে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি হয়ে যায় আর সে কখনও থেমেও যায় না। সুতরাং নিজের অন্তরের কড়া-নাড়ানো লোককে জাগাও আর যে সব ব্যক্তি আমার একথা শুনছে তারা নিজের অন্তরের মধ্যে ঐ কড়া-নাড়ানো লোকের অন্বেষণ করুক। যে শুয়ে আছে সে যদি জাগ্রত হয় তাহলে হতেই পারে না যে, নামাযী শুয়ে থাকে। তাকে জাগ্রত করা দরকার আর যখন সে জেগে যায় তখন শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। শয়তান যদি আধিপত্য বিস্তার করেও তবুও সে পিছ পা হয়ে যায়।

একজন বুযূর্গ সম্বন্ধে এ বিবরণ পাওয়া যায় যে, তিনি পাকা নামাযী ছিলেন। নামাযের প্রতি অতি আকর্ষণ ছিল তাঁর। একবার তিনি নামাযের জন্যে উঠলেন তখন শয়তান কুপ্ররোচনা

দিয়ে তাঁকে পুনঃ শুইয়ে দিল এই বলে যে, এখন অনেক সময় বাকী রয়েছে। পরিশ্রান্ত হয়েছ তো আরও কিছু সময় বিশ্রাম করো। পরে উঠে যেও এবং এভাবে তাঁর নামায নষ্ট হয়ে গেল। এই প্রথম তার নামায নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর এত দুঃখ লাগল, এত দুঃখ লাগল যে, সারা দিন আল্লাহ্‌র নিকট তিনি ক্ষমা চাইতে লাগেলন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি দিন কাটালেন। দ্বিতীয় দিন যখন তিনি শুয়ে ছিলেন তখন নামাযের পূর্বে কেউ তাঁকে জাগ্রত করল যে, ওঠ, নামায পড়। হ্যাঁ, আমি উঠছি কিন্তু তুমি কে? সে বল্ল, আমি শয়তান। তিনি বল্লেন, শয়তান নামাযের জন্যে জাগ্রত করতে আসছে! সে বল্ল, হ্যাঁ, কাল আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল। কাল আমি তোমাকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম। আর তুমি এত আফসোস করেছ, এত কেঁদেছ যে, খোদা তোমার ওপর এত সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, কখনও কোনও নামাযীর ওপরে হয়ত এত সন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু আমি তো খোদার অসন্তুষ্টি বিতরণ করার জন্যে এসেছি। আমি কিইনা ভুল করেছিলাম! আজ আমি তোমাকে জাগাবার জন্যে এসেছি যেন খোদা তোমার ওপরে দ্বিতীয় বার সন্তুষ্ট না হয়ে যান। এখন ইহাকে একটি কাহিনী বলুন বা কোন ব্যক্তির চিন্তার এরূপ একটি প্রচেষ্টা বলুন যাতে নামাযের দিকে দৃষ্টি দান করার একটি পন্থায় রূপান্তরিত হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, এর মধ্যে একটি তত্ত্ব নিহিত আছে। যে ব্যক্তি-সত্তা নামাযের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে, নামাযীতে পরিণত হয়েছে, যখনই তার দ্বারা নামাযের অবহেলা সংঘটিত হয় তার সাংঘাতিক মনবেদনা হয় আর এত কষ্ট হয় যে, ঐ কষ্টের ফলে গুণাহ্‌র পরিবর্তে তার পুণ্য লাভ হয়। এবং আগামী নামাযের জন্যে তার আরও শক্তি লাভ হয়। আঁ-হযরত (সাঃ) কত বারই না জেহাদ এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অনেক দুঃখ করেছেন। বড়ই কষ্ট করেছেন। কিন্তু কোন কষ্টের বা কোন দুঃখের ব্যাপারে তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেন নি। কেবল একবার ব্যতিরেকে। আহযাবের যুদ্ধের সময়ে শত্রুরা তাঁকে একদিন এতই যুদ্ধে নিয়োজিত রাখল যে, কয়েক ওয়াক্তের নামায তিনি সময় মত পড়তে পারেন নি। হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এশার নামাযের সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্র জমা' করে পড়েন। আর তখন অনেক আফসোসের সাথে বল্লেন, ঐ সব লোকদের ওপর অভিসম্পাত যারা আমাদেরকে নামায থেকে বিরত রেখেছিল। 'লানত' শব্দ বলুন বা 'ধিক্কার' বলুন ঐ ভাবেই তিনি আফসোস প্রকাশ করলেন। আমার সঠিক মনে নেই, কিন্তু ইহা মনে আছে যে, বর্ণনাকারী বলেন, অসীম দুঃখের সাথে তিনি ঐ কথা প্রকাশ করলেন, আর একত্রে নামায কাযা পড়তে হলো অর্থাৎ সময়ের পরে পড়তে হল। এতে অবশ্যই কোন সন্দেহ নেই যে, দুঃখের সাথে যে নামায কাযা করতে হয় এরূপ নামায আনুষ্ঠানিক নামায থেকে অনেক বেশী পুণ্য হয়। আনুষ্ঠানিক নামায গ্রহণীয় হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে নামাযীর নিকট কোন ইতর বিশেষ হয় না। কোন নামায খোয়া গেলেও কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। পড়া হয় তো কোন স্বাদ ব্যতিরেকেই পড়া হয়। অতএব, প্রত্যেক

নামাযীর অস্তিত্বের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের সংযোগ স্থাপন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রকৃত অর্থে নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। আর যে ব্যক্তি স্বীয় অস্তিত্বের সম্পর্কের ফলে অর্থাৎ যার অস্তিত্বের সাথে সব সময়ের জন্যে নামাযের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এর ফলে সব নামায পড়তে থাকে সে। আল্লাহ্‌তা'লা তার তাকওয়ার সংরক্ষণ করেন। তিনিই খোদার দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকীতে পরিণত হতে থাকেন। কেননা প্রত্যেক ইবাদতের পরে খোদার নিকট থেকে তার শক্তি লাভের সৌভাগ্য হয়। আর এ তাকওয়া আকাশ থেকে নেমে আসে। সুতরাং আমি সারা দুনিয়ার জামাতকে নসিহত করছি যে, নিজেদের তাকওয়ার সংরক্ষণ করতে চাইলে ইবাদতসমূহের সংরক্ষণ করুন। এবং দুনিয়াতে যখনই পুনরায় কোন নির্বাচন করেন উহা মজলিসে শূরারই হোক বা কর্মকর্তাগণেরই হোক ঐ নির্বাচন আল্লাহ্‌তা'লার নিকট থেকে মঞ্জুরীকৃত হবে।

এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক স্বাদের দৃশ্য ঃ

এ পর্যায়ে আমি এখন সংক্ষেপে আপনাদেরকে এখানের ঈদেরও একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। এখানে যে ঈদ উৎসব পালিত হলো উহা এই দৃষ্টি কোণ থেকে এমন একটি অসাধারণ ঈদ ছিল যে, দুনিয়াতে কোথাও ঈদের নামাযে ইসলামাবাদের ন্যায় এত বসনিয়ান একত্রিত হয় নি। যখন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বসনিয়ান বাস থেকে নামছিলেন এবং একে অপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ইহা এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক স্বাদের দৃশ্য ছিল। জামাতে আহমদীয়ার ভালবাসায় প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের চেহারার পরিবর্তন দেখার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আর সেখানে কতিপয় এমন এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল যে, যারা দেখেছে তাদের আত্মায় সর্বকালের জন্যে ছাপ রেখে দিয়েছিল। এক বাস থেকে এক মা নেমে আসলো যার বাচ্চা বসনিয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল এবং সে মনে করে ছিল যে, তার বাচ্চা মারা গেছে। আর এক বাস থেকে ঐ বাচ্চাই, যে হারিয়ে গিয়েছিল, নেমে আসছিল। তারা উভয়েই একে অপরের দিকে এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো যে, বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, আমরা বর্ণনা করতে পারি না, কি দৃশ্য ছিল! মা হারানো বাচ্চার গলা জড়িয়ে আর বাচ্চা মার গলা জড়িয়ে রয়েছে এবং কাঁদতে কাঁদতে এভাবে খুশীতে অশ্রু ঝড়াচ্ছে যে, দর্শকও কাঁদতে লাগল। কিন্তু অপর একটি দৃশ্য এরূপ ছিল, দৃশ্যটি এমন ছিল যে, দুই বোনের সাক্ষাৎ হল। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, তাদের দৃশ্যটি এমন ছিল যে, তারা মা-ছেলের দৃশ্য থেকেও আগে বেড়ে গিয়েছিল। বড় বয়সের এক বোন ছিল। একজন ছিল ছোট বয়সের। বড় বোন মনে করেছিল যে, ছোট বোন সেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে এবং কসাইর হাতে খুন হয়েছে। এর ফলে তার প্রাণে একটি দাগ লেগে গিয়েছিল। সে যখন একটি বাস থেকে তার বোনকে নামতে দেখল তখন সহসা তার ওপর এক বর্ণনাতীত অবস্থা সৃষ্টি হল। বলা হয়ে থাকে যে, তারা একে অপরের দিকে দৌড়ে এসে ঝাপ্‌টে ধরে

গলা ফাটিয়ে এমনভাবে কান্না শুরু করে দিল যে, যেখানে যেখানে ঐ শব্দ পৌছল সকল শ্রবণকারীগণও কান্না রাখতে পারল না। আর তাদের আনন্দাশ্রুর সাথে অনেক দূরের আহমদী দর্শকদের আনন্দাশ্রুও একাকার হয়ে গেল। এক আশ্চর্য ধরণের ঈদ পালিত হলো। এবং এরূপ ধরণের আরো ঈদ ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও পালিত হয়েছে। পাকিস্তানেও ঈদ পালিত হয়েছে। এতে গরীবদেরকে নিজেদের সাথে শামেল করা হয়েছে। আর আমি যেভাবে উপদেশ দিয়েছিলাম, ঈদের সকালে তো নামাযীদের দ্বারা সুরভিত হয়ে গিয়েছিল এবং নামাযীদের দ্বারা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল আর ঈদের দিনে গরীবদের প্রতি সহানুভূতিতে উজ্জল হয়েছিল, এবং গরীবদের প্রতি সহানুভূতিতে মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির যে জ্যোতিঃ লাভ হয়েছিল, ঐ জ্যোতিতে আত্মাগুলো অবগাহন করেছিল। বহু আনন্দদায়ক অবস্থা সম্বলিত পত্রাদি পাওয়া যায়, এবং লোকেরা বলে যে, এভাবে আমাদের ঈদ আলোকিত হয়েছিল আর আমরা অনেক মজা পেয়েছি। সাধারণ অবস্থায় ঈদ পালনে এরূপ মজা পাওয়া যায় না। সুতরাং খোদার ফযলে দুনিয়ার সব জায়গায় জামাতে আহমদীয়া এরূপ ঈদ পালন করেছে, যে ঈদে অন্যান্য লোকেরা অংশ গ্রহণ করতে পারে না, এ হতভাগ্যরা এখানে পৌছতে পারে না, তাদের সে কর্মক্ষমতা নেই যা জামাতে আহমদীয়ার আছে। ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক মহান নিদর্শন। কেননা সামে'না ওয়া আতা'না অর্থাৎ শুনলাম ও মানলাম এর প্রাণ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক ব্যতিরেকে সৃষ্টি হতে পারে না। ইহা অসম্ভব। দুনিয়ার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জাতির পরিসংখ্যান নিয়ে আপনারা দেখুন; এই প্রাণ যা পুণ্যের কথা শুনার সাথে সাথে মানুষকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সহযোগিতায় নিয়োজিত করে দেয়। মুহাম্মদীয়াতের সাথে এ আত্মার সম্পর্ক আর খাতামিয়্যত এর অর্থ ইহা যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যতিরেকে এখন প্রাণ আর কোন স্থান থেকে লাভ হতে পারে না। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যদি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রকৃত দাস না হতেন তাহলে তাঁর জামাতের এরূপ প্রাণ পাওয়া অসম্ভব ছিল। দুনিয়ার মানচিত্রে দুনিয়ার অন্য কোন জামাত এ দাবীও করতে পারে না যে, আমরা আনুগত্যের এবং খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে আনুগত্যের মাঝে জামাতে আহমদীয়ার সাথে কোন সাদৃশ্য রাখি। দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে, খৃষ্টান রয়েছে, হিন্দু, শিখ প্রভৃতি বহু প্রকারের লোক রয়েছে কিন্তু আপনারা গভীর দৃষ্টিতে দেখুন আহমদীয়া জামাতের মধ্যে যেভাবে আপনারা আনুগত্যের প্রাণ পাবেন আর তাঁর খাতিরে ঝুঁকে যাওয়ার যোগ্যতা যা জামাতে আহ্‌মদীয়ার মাঝে পাবেন তা অন্য কোথাও দেখা যাবে না। এক ডাকে সারা দুনিয়াতে আত্মার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে যায়, আর মানুষ পূর্ণ আবেগ ও মনোযোগের সাথে চলমান সেই ডাকে 'লাব্বায়েক' বলে সাড়া দিয়ে চলে আসে। অতএব, একটি হজ্জের তো উহা যা

বছরে একবার হজ্জ শেখানোর জন্যে আসে আর এক হজ্জ উহা যখন সারা জগতে মুসলমান—আল্লাহুম্মা সামে'না ওয়া আতা'না-অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম—বলে, লাব্বায়েক বলে পুণ্যের দিকে দৌড়ায়। ইহা সেই হজ্জ যা স্থায়ী অবস্থায় মোমেন জীবন কাটায়।

নিজের তাকওয়া নিজে অর্জন করুন ঃ

আজ আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে জামাতে আহমদীয়ার এই হজ্জের সৌভাগ্য আছে আর আপনারা দুনিয়াতে অন্য কাউকে পুণ্যের ওপর এরূপ 'লাব্বায়েক' বলে সামনে আসার লোক দেখবেন না! চাঁদার তাহরীক করো তাহলে দেখবে যে, মেয়েরা তাদের গহনা খুলে খুলে নিক্ষেপ করছে। লোকেরা ঋণ গ্রহণ করে এ আশায় চাঁদা দেয় যে, খোদা রিয্‌ক বৃদ্ধি করে দেবেন, সামর্থ্য থেকে আগে বেড়ে চাঁদা দেয় আর আল্লাহ্‌তা'লার বিস্ময়কর সমর্থনের নিদর্শন দেখে। ঐদিকে একটি ওয়াদা করে আর জানে কি জানে না, কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা ইহা বলে দেয় যে, ওয়াদা এত নিষ্ঠার সাথে করা হয়েছিল যে, খোদা নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর ঐ দিকে প্রকৃতই দ্বিতীয়বার ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যবস্থা অদৃশ্য থেকে হয়ে যায়। অতএব, এই জামাত মুত্তাকীনের জামাত। আমি ইহাকে প্রথম বিষয়ের সাথে বেঁধে একথা বলতে চাই যে, যখন আমি তাকিদ করি যে, দেখ! তাকওয়া অবলম্বন করো, তাকওয়া অবলম্বন করো, তখন আকাঙ্খা ইহা নয় যে, আমি আপনাদেরকে তাকওয়াশূন্য দেখছি। যদি তাকওয়াশূন্য দেখতাম তাহলে এই কথা আমি দেখতামই না যা আমি বর্ণনা করছিলাম, কিন্তু ক্ষতির বিভিন্ন স্থানসমূহ অবশ্যই দেখি। প্রথমে অর্জিত তাকওয়া আছে যা আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। মুত্তাকীগণের উত্তম বর্ণনাসমূহ রয়েছে যা আপনাদের জামাতের অস্তিত্ব হয়ে গেছে। যদি নিজে তাকওয়া অর্জন করা না হয় তবে পরের অর্জিত তাকওয়া দ্বারা বেশী দিন চলতে পারে না। আপনারা তো মুত্তাকীগণের জামাত বলে পরিচিত কিন্তু আপনাদের বাপ দাদাদের তাকওয়া দ্বারা পরিচিত হবেন না। নিজের জন্যে তাকওয়াকে রেখে যান। তখন আপনি ঐ দোয়াকে আপনার পক্ষে কবুল হতে দেখবেন—ওয়াজ আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামান—হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা বানাও।

জামাতকে একটি উপদেশ ঃ

এখন শেষের দিকে আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রসঙ্গের বাইরে একটি কথা বলছি; কিন্তু এর দ্বারাও পুণ্যের এক আহ্বান শুনাবার আশা রয়েছে। উহা এই যে, আজ থেকে এক বছর পূর্বে আমার স্ত্রী ইন্‌তেকাল করেছেন। এ পর্যায়ে কতিপয় উপদেশ আমি ঐ দিনও জামাতের সামনে রেখেছিলাম এবং আজও একটি উপদেশ দিতে চাই। তিনি আমাকে অসুস্থাবস্থার শেষের দিকে এই কথা বলেছিলেন যে, যদি আল্লাহ্ আমাকে সৌভাগ্য দেন

তাহলে আমি আমার মেয়েদের বিয়ে দেখব। তাই আমার ইচ্ছা যে, আমি খোদার খাতিরে কতিপয় গরীব মেয়েদের বিয়ে দিব। আমি তাঁর জীদ্দশাতেই তাঁর ঐ নিয়্যত পূর্ণ করে দিয়েছি যে, তুমি একটি মেয়ের কথা বলেছিলে আমি চারটি মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি আর আগামীতেও তোমার খাতিরে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে থাকব। এর মধ্যে দু'টি উপদেশ আমি জামাতকে দিতে চাই।

প্রথমতঃ ইহা যে, যখন আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কোন মানত করা হয়, কোন শর্ত সাপেক্ষে কোন দোয়া করা হয় যে, হে খোদা! যদি তুমি ইহা করে দাও তাহলে আমি ইহা করব। ইহা কখনও করা উচিত নয় যে, খোদা বাহ্যতঃ যদি তার দোয়া কবুল না করেন তাহলে সে তার মানত থেকে পেছনে ফিরে যায়। ইহা এক প্রকার বেয়াদবী এবং আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহসমূহের এক প্রকার অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্‌তা'লা বাল্যকাল থেকেই আমাকে এই রহস্য শিখিয়ে রেখেছেন যে, যখনই মানত করো যদি খোদা প্রকাশ্যভাবে তখন ঐ দোয়া কবুল করে নাও দেখান তবুও ঐ মানতকে অবশ্য পূর্ণ করে দাও। ইহা খোদার সাথে উত্তম ব্যবহারের সামনে অগ্রসর হওয়ার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে খোদার পিছনে অগ্রসর হওয়ার কথা। কেননা যে ব্যক্তি দোয়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত আছেন তিনি অবগত আছেন যে, যে দোয়া বাহ্যিকভাবে কবুল হয় না খোদা উহাকে ভুলে যান না। কোন উদ্দেশ্য বা কোন প্রেক্ষিতে যদি বান্দার দোয়া কবুল নাও হয় তবে পরে এর বদলে শত শত প্রকার অন্যান্য চাহিদা পূরণ করে দিতে থাকেন আর অনুগ্রহের ধারা বন্ধ করে দেন না। এবং কখনও কিছু দিন পর মানুষের উপলব্ধি হয় যে, দোয়া এরূপ কবুল হওয়ার পেছনেও অনুগ্রহ ছিল। আর মানুষ যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শসমূহের অনুগমন করে, উহার প্রতি অনুসন্ধানের দৃষ্টি রাখে তাহলে তাকে সর্বদা ঐ দোয়ার সম্পর্কে খোদার অদৃশ্য হাতের অনুগ্রহসমূহ দেখানো হবে। অতএব, এ বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে আমাকে কখনও এই কথায় ধোকায় ফেলতে পারেনি যে, মানবের ঐ শর্ত বাহ্যিকভাবে পূর্ণ না হওয়ার কারণে মানত পূর্ণ করার দরকার নেই, বরং আমি ভালভাবে অবগত আছি যে, খোদাকে তো উহা পূর্ণ করতেই হবে, আমরা যেন পিছনে পড়ে না যাই। এজন্যে আল্লাহ্‌র সাথে পুণ্যের যে ওয়াদা করা হয় উহা শর্তযুক্ত থাকা ঠিক নয়। উহা অবশ্যই পূর্ণ হওয়া দরকার। আর উহার ফলে আল্লাহ্‌ অনেক অনুগ্রহ দান করে থাকেন। অতএব, একেতো এই বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে উদ্দেশ্য ছিল যে, আপনারাও নিজেদের দুঃখ কষ্টের সময় অথবা এইভাবে নিজেদের আশা আকাঙ্খাসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে কখনও আল্লাহ্‌র নিকট এ আবেদন করে বসেন যে, হে খোদা! ইহা করে দাও তাহলে আমি উহা করব। আর আল্লাহ্‌ যদি উহা না করেও দেখান তবুও আপনি অবশ্যই করুন যা আপনি খোদার

নিকট বিনীতভাবে নিয়্যত করেছিলেন তথবা পুণ্য কাজের একটি শর্তযুক্ত ওয়াদা করে ছিলেন।

গরীব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়ার তাহরীক ঃ

দ্বিতীয় কথা এই যে, জামা'তে আহমদীয়াকে আমি সাধারণভাবে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনাদের মধ্যে গরীব মেয়েদেরকে বিয়ে করিয়ে দেয়ার যে রীতি আছে ইহা কোন এরূপ ব্যবস্থা নয় যার জন্যে চাঁদার তাহরীক করছি। আমি কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আমাদের পরিবেশের মাঝে এমন বহু গরীব রয়েছেন যাদের মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায় আর তাদের বিয়ের জন্যে কোন ব্যবস্থা হয় না এবং বাপ-মা এই দুঃখে মুষড়ে পড়েন আর এভাবে দিন কাটাতে থাকেন—ধর্মীয় আত্মভিমানের চাহিদা অথবা নিজেদের ইজ্জতের চাহিদার কারণে তারা মানুষের সামনে হাত পাততে পারে না। যুগ-খলীফার নিকট যদিও লৌকিকতার বালাই নেই এজন্যে কেউ কেউ তাঁর নিকট লিখে দেন, অনেকে লিখেনও না। কিন্তু বহুলোক এরূপ রয়েছেন, যে হতভাগ্যরা খালি হাতে বসে থাকে আর তাদের সাদা সিদা দু'জোড়া (কাপড় চোপড়) দিয়েও কন্যাকে বিদায় করার যোগ্যতা নেই। এজন্যে আমার মাথায় একথা এসেছে যে, জামাতের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গই নয় বরং এর কাছাকাছি যোগ্যতা রাখেন যেসব বন্ধু যদি এই নিয়্যত করে নেন যে, আমরা আমাদের মেয়েদের বিয়েতে যা খরচ করবো তার এক দশমাংশ বা এক পঞ্চমাংশ কোন গরীব মেয়ের বিয়েতে খরচ করবো তাহলে ঐ টাকা জামা'তকে না দিক যদি তিনি অন্বেষণ করতে চান তাহলে জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে জানিয়ে দিন যে, আমাদের এ নিয়্যত যে, এ বছর একটি বিয়ে করিয়ে দেব, দু'টি করিয়ে দেব, তিনটি করিয়ে দেব আর আমাদের সামর্থ্য মোতাবেক এত খরচ হবে। যদি আপনার জ্ঞানে এরূপ গরীব থাকে তাহলে গোপনীয়তার মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করুন। এর মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করা জরুরী। এজন্যে উত্তম ইহাই যে, এ ব্যবস্থাপনা আমীর ও প্রেসিডেন্ট সাহেবান নিজেদের হাতে রাখুন এবং সাধারণ্যে প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আবার তার জ্ঞানে যে পরিবারই হোক না কেন তার কথা গোপনীয়ভাবে উপরোক্ত আকাঙ্খা পোষণকারী বন্ধুদেরকে জানান যেতে পারে বা লিখে দেয়া যেতে পারে। আর বাকী থাকল, পরে তাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হোক। যে ব্যক্তি একেবারে গোপনীয়তার সাথে কাজ করতে চান তিনি তার টাকা পাঠিয়ে দিতে পারেন। যদি তারা সামনে না আসতে চান না আসতে পারেন, যদি ঐ লোক যিনি দেখিয়ে দেবার খাতিরে নয় বরং ঐ পুণ্যের স্বাদ গ্রহণের জন্যে এবং এথেকে অনেক পুণ্যের আত্মা লাভ করার খাতিরে তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক করে পুনরায় গোপনীয়তার সাথে তাকে (কন্যার পিতাকে) সাহায্য

করে তাহলে ইহাও সিদ্ধ। অতএব, সারা দুনিয়াতে আমরা গরীবদের বিয়েতে তাদেরকে সাহায্য করার এ ব্যবস্থাপনা জারী করতে চাই আর আপোষে একে অপরকে উপদেশের মাধ্যমে বহুলভাবে ইহার প্রচার করতে চাই। এবং এরূপ হয়ে যেন কোন গরীব আহ্‌মদীর ঘর না থেকে যায়; যার বিয়ের প্রয়োজনে তার ভাই অংশ গ্রহণ করতে পারে না। উপহার দেওয়ার একটি রীতি আছে আর তা তো হয়েই থাকে, কিন্তু গরীবদের নিকট খুব কম উপহারই পৌঁছে থাকে। অধিকাংশ উপহার তো উপর তালার লোকদের মধ্যে আপসে ঘুরপাক খেতে থাকে। এজন্যে আমি ব্যবস্থাপনার বর্ণনা করছি, ইহা অনেক জরুরী। যে পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার আহমদীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের জন্যে আমার পরামর্শ এই যে, বিবাহপোযুক্ত বসনিয়ান মেয়েদের অন্বেষণ করুন। আর তাদের ক্যাম্প থেকে তাদের খোঁজ সহজে মিলতে পারে। এবং যেসব ব্যক্তি বসনিয়ান মেয়েদের বিয়ে করার যোগ্যতা রাখেন তাদের সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেকে পেশ করে দেন তাহলে এভাবে সারা দুনিয়াতে গরীবদের বিয়েতে সব আহমদী অংশ গ্রহণ করুক আর যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে গরীবদের বিয়েতে অংশ গ্রহণ করে, আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তাদের বিয়েতে আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ অংশ গ্রহণ করবেন। তাদের নিজেদের বিয়ে বরকতমণ্ডিত হবে। ঐ বিয়েগুলো খোদার দরবারে সম্মানিত বলে লেখা হবে। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে তৌফীক দান করুন এবং পুণ্যের যে সব নতুন নতুন রাস্তা আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দেখান উহার ওপর তীব্র বেগে এবং দৃঢ়তার সাথে এবং স্থায়ীত্বের সাথে সর্বদা সামনে বাড়তে থাকার সৌভাগ্য হতে থাকুক।

(মাসিক আখবারে আহমদীয়া-এর জুলাই, ১৯৯৩ সংখ্যার সৌজন্যে)

"তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং দোয়া করতে করতে আল্লাহ্‌র হয়ে যাও"—হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)।

"শীঘ্রই লোকেরা দলে দলে আহমদীয়াতে প্রবেশ করবেন। যখন বিজয়ের সময় আসে তখন আল্লাহ্‌তা'লার তসবীহ (প্রশংসা কীর্তন) ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে বিশেষ স্মরণ রাখা দরকার"—হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)।

উপদেশ, বিবেক ও বুদ্ধির সদ্ব্যবহার

ডাঃ মোহাম্মদ নুরুল আলম

আল্লাহ্‌তা'লার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে সব জীবেরই বিবেক বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি দেওয়া হয় নাই। তাহাদের জন্য কোন আসমানী শিক্ষক পাঠানো হয় না। কেবল মানুষের মাঝে মহত্ব ও হীনত্বের বীজ রোপিত আছে। বিবেক বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার দ্বারা মানবতা পূর্ণতা লাভ করে সফলতা অর্জন করে; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেককে খাটায় না বিবেকের অবমাননা ও অপব্যবহার করে তাহার জীবনে নামিয়া আসে ব্যর্থতা এবং তাহার জীবনে হীনত্বের বীজ কায়েম হয়, মানবকুলে জন্ম নিয়াও সে মানবেতর জীবন যাপন করে। গঠন প্রকৃতি মানুষের হইয়াও হিংস্র পশুর স্বভাব ধারণ করতঃ সে জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়। কুরআন বিবেক বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। যাহারা বিবেককে খাটায় না বুদ্ধির যথোপযুক্ত ব্যবহার করে না তাহাদের পতন অনিবার্য।

এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনিতে পারে না এবং তিনি তাহার কোপ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন যাহারা বুদ্ধি খাটায় না। (১০ঃ১০১)

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তোমাকে তোমার আকৃতি দিয়াছেন ও তোমাকে বিচার জ্ঞান দিয়াছেন। (৮২ঃ৮)

আরও বলিবে, যদি আমরা তাহার কথা শুনিতাম ও নিজের বুদ্ধি কাজে লাগাইতাম তবে আজ আমরা অগ্নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না। (৬৭ঃ১১)

আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুইটি চক্ষু। (৯০ঃ৯)

এবং একটি জিহ্বা দুইটি ঠোঁট। (৯০ঃ১০)

তথাপি সে উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার জন্য প্রাণপণ করে নাই। (৯০ঃ১২)

এবং অবশ্যই আমি তোমার জন্য পথকে সহজলভ্য করিয়া দিব। (৮৭ঃ৯)

সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যখন উপদেশ (মানুষের জন্য) লাভজনক হইয়া থাকে। (৮৭ঃ১০)

যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করিবে। (৮৭ঃ১১)

কিন্তু সে একান্তই হতভাগ্য যে ইহাকে এড়াইয়া চলিবে। (৮৭ঃ১২)

অতঃপর সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ উপদেশ দেয়। (৯০ঃ১৮)

তিনি যাহাকে হিকমত প্রদান করেন এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না। (২ঃ২৭০)

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা—'৯৩

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের ২৮তম সালানা জলসা—৯৩ অভূতপূর্ব সফলতার সাথে গত ৩০-৩১শে জুলাই এবং ১লা আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনের টিলফোর্ডে (ইসলামাবাদে) এ মহতী আধ্যাত্মিক জলসার উদ্বোধন করেন। দেড় ঘন্টা ধরে এ উদ্বোধনী ভাষণে হুযূর আকদস (আইঃ) বলেন, আজ ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার আকাশ থেকে জামাতে আহমদীয়ার ওপরে আল্লাহ্তা'লার বহু কল্যাণ ও আশিস বর্ষিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের বর্তমান জলসায় আল্লাহ্তা'লার প্রশংসার গীত গাওয়ার দিন। হুযূর (আইঃ) বলেন—শীঘ্রই লোকেরা দলে দলে আহমদীয়াতে প্রবেশ করবেন। যখন বিজয়ের সময় আসে তখন আল্লাহ্তা'লার তসবীহ্ (প্রশংসা কীর্তন) ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার। হুযূর (আইঃ)-এর এ উদ্বোধনী ভাষণ সারা দুনিয়ায় ৮টি ভাষায় (বাংলা ভাষা সহ) ৩টি সেটেলাইট এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। এ জলসার প্রথমদিনে গত বছরের শেষ দিনের জলসার সমান সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের ভাষণে হুযূর (আইঃ) অন্যান্য বছরের ন্যায় জমাতের গত বছরের কার্যক্রম ও উন্নতির একটি পরিসংখ্যান পেশ করেন। এতে সারা বছর জামাতের ওপর আল্লাহ্র ফযলের বারিধারা বর্ষণের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পরিস্ফুট হবেঃ

* এ বছর সারা পৃথিবীতে ১৩৫টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে। গত বছর ১৩০টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ ৫টি নতুন দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* গত নয় বছরে অর্থাৎ হিজরতের সময় সীমায় ৪৪টি নতুন দেশে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করেছে। নতুন দেশগুলো হল ঃ হাঙ্গেরী, কলাম্বিয়া, উযবেকিস্তান, তাতারিস্তান, ও ইউক্রেন। কলাম্বিয়া ব্যতিরেকে অন্য সব দেশের প্রতিনিধিরা এবারকার জলসায় উপস্থিত ছিলেন। হাঙ্গেরীতে যদিও ১৯৩৬ সনে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিজমের দাপটে সেখানে জামাত টিকতে পারে নি। ফিনিস আয়ল্যাণ্ডে ব্যক্তিগতভাবে লোক জামাতে দাখেল হচ্ছেন তাই তাদের নাম জামাতের তালিকায় সংযোজন করা হয় নি। ৭৫২ স্থানে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৪৫৫ স্থানে জামাত মজবুত হয়েছে। পাকিস্তান বাদে এখন সিয়েরালিওনে সবচে' বেশী জামাত রয়েছে।

* নতুন জামাত প্রতিষ্ঠায় এবার ঘানা প্রথম। সেখানে নতুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

* এ বছর জামাত ৩১৮টি নতুন মসজিদ লাভ করে। ১১২টি নতুন তৈরী করা হয় আর ২০৬টি মসজিদ ইমাম ও মুসল্লীসহ পাওয়া গেছে। ২১৭টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। খৃষ্টানদের কেন্দ্র পাপুয়া নিউগিনিতেও একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে।

* আইভরি কোষ্টের বাস্‌সম নামক একটি বিখ্যাত স্থানে মসজিদের জন্যে জমি পাওয়া গেছে।

* অন্ধ্র প্রদেশের সেকেন্দ্রাবাদ নামক স্থানে ৬ মাসের চেষ্টায় একটি সুন্দর স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্যে স্থান পাওয়া যায়। প্রথমে সেখানে পানির খুব অভাব ছিল। প্রায় ২০০ ফুট নীচে পানির স্তর ছিল। খোদার ফযলে দোয়ার বরকতস্বরূপ পানি ৬ ফুট নীচে চলে আসে এবং তা একটি মাত্র কলে যা জামাতে আহমদীয়ার কল।

* জামাত প্রতিষ্ঠার দিক থেকে ঘানা প্রথম, সিয়েরালিওন দ্বিতীয়, ভারত তৃতীয়, আইভরিকোষ্ট চতুর্থ ও গ্যাম্বিয়া পঞ্চম।

* ১৩টি দেশে ৪৯টি মিশন হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ৬০টি দেশে ৪৬৫টি মিশন হাউজ কাজ করছিল। ইহা ছাড়া ১৩টি নতুন দেশে মিশন হাউজ নির্মাণের জন্য ৪০টি জায়গা ক্রয় করা হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার লিথুনিয়া, উযবেকিস্থান, তাতারিস্তান ও রাশিয়ায় মিশন হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে।

* ৫৬টি দেশে ২৬৮ জন সদর মুরব্বী কর্মরত রয়েছেন। ১৮টি দেশে ৪৫৮ জন স্থানীয় মোয়াল্লেম কাজ করছেন। অর্থাৎ সারা দুনিয়ার ৭২৬ জন মোবাল্লেগ কাজ করছেন। অথচ সে তুলনায় সারা দুনিয়ার ৭, ২৬, ০০০ থেকে অধিক খৃষ্টান মিশনারী কাজ করছে। আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের চেষ্টা অধিক ফলবতী হচ্ছে।

* এ বছর প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে ৩,৬৮৩টি খবর ও প্রবন্ধ প্রচার করা হয়েছে। ইসলাম ও আহমদীয়তের বিরুদ্ধে ৩৫,০০০ এর মত আপত্তি রেকর্ড করা হয়েছে।

* বসনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে প্রপাগাণ্ডা করা হয়েছিল জামাত বহু পত্র-পত্রিকায় তাদের পক্ষে জবাব লিখেছে। বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টারীয়ান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট লক্ষ লক্ষ পত্র লিখে বসনিয়ার মুসলমানদের পক্ষে মতামত সৃষ্টি করা হয়েছে। **বসনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের বার বার এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, সারা দুনিয়াও যদি আপনাদেরকে ত্যাগ করে তাহলেও আহমদীয়া জামাত আপনাদেরকে ত্যাগ করবে না। দোয়ার দ্বারা আমরা আপনাদের সেবা করে যাচ্ছি।**

* এ বছর ১৩৩১টি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুক ষ্টলের ব্যবস্থা এ বছর করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে।

* টিভির মাধ্যমে বহু প্রোগ্রাম দেখানো হয়েছে।

* নতুন নতুন প্রত্রিকাদি প্রকাশিত হচ্ছে। এবার আরবী ভাষায় তাকওয়া পত্রিকা বেশ কাজ করেছে। একজন আরবী মুফতী তাকওয়া পত্রিকা পাঠ করে আহমদীয়াতের সত্যতা স্বীকার করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এ পত্রিকার উন্নতির জন্যে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

* পাকিস্তানে আল্ ফযল পত্রিকার গলা টিপে দেয়া হয়েছে। এটি সঠিকভাবে প্রকাশিত হতে পারছে না। তাই সাম্প্রতিককালে নমুনা স্বরূপ আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। সব জামাতে তোহ্‌ফা স্বরূপ এক এক কপি করে দেয়া হয়েছে।

* খৃষ্টান জগতে ইসলাম পৌছানোর জন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) The Review Religions প্রত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি বার বার পত্রিকার ১০,০০০ কপি ছাপানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এর উন্নতির জন্যে বাৎসরিক ৪০,০০০ পাউণ্ডের প্রয়োজন। হুযূর (আইঃ) সবাকে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করার জন্যে আবেদন করেন। তিনি নিজের তরফ থেকে বাৎসরিক ১,০০০ পাউণ্ডের ওয়াদা করেন। জামাতের নিষ্ঠা দেখে খোদার ওপর ভরসা করে তিনি বলেন যে, এর চাঁদা এক লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত পৌঁছুবে।

* জসওয়াল ভ্রাতৃবৃন্দ ভিডিও এর ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে বিস্ময়করভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। হুযূর (আইঃ) তাদের জন্যে দোয়ার তাহরীক করেন। তারা ২২,৪৫০ ঘন্টা সেবা করেছেন এবং ২২টি ভাষায় ১৭,৬৩৭টি ক্যাসেট তৈরী করে বিশ্বের বিভিন্ন জামাতে প্রেরণ করেছেন। জসওয়াল ভ্রাতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক বয়াত উপলক্ষ্যে যে লোগো তৈরী করেন জলসার সময় হুযূর (আইঃ) তাঁদেরকে তা পরিয়ে দেন।

* এবার জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যে তবলীগ করার কারণে ৩২৫ জন লোক বয়াত করেছেন। এরা অধিকাংশই খৃষ্টান এবং প্রতিমা পুজারী ছিলেন।

* ওয়াকারে আমলের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দেন হুযূর (আইঃ)। খোদ্দামগণ নিজেদের হাতে কাজ করার ফলে জার্মানীতে ৩,৭৫,০০০ টাকা বেঁচে গেছে। তেমনিভাবে কানাডার মসজিদ নির্মাণে ৬ কোটি টাকা বেঁচে গেছে। এতে ২০০ খাদেম ৩০,০০০ ঘন্টা কাজ করেছেন।

* আফ্রিকায় নুসরৎ জাহান স্কীমের অধীন হাসপাতালে ২,৭২,৬২০ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে।

* জামাতের লাজেমী চাঁদার বাজেট এ বছর ৫৩,৯৪,০৭০০০'০০ রুপী। লাজেমী চাঁদার আদায় সম্বন্ধে এ বছরের রিপোর্ট দিতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) অবহিত করেন ঃ

প্রথম জার্মানী জামাত, দ্বিতীয় পাকিস্তানী জামাত, তৃতীয় আমেরিকান জামাত, চতুর্থ বৃটেনের জামাত এবং পঞ্চম কানাডার জামাত।

চাঁদার গুরুত্ব বর্ণনা করতে নিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন—প্রত্যেককে চাঁদা দিতে হবে। যারা শর্ত মোতাবেক চাঁদা দিতে অক্ষম তাদেরকে অনুমতি নিয়ে তারা যে হারে চাঁদা দিতে পারেন সে হারে চাঁদা দিতে বলেছেন। হুযূর (আইঃ) ওয়াদা করেন যে, যারা কম হারে চাঁদা দেয়ার আবেদন করবেন তিনি তা মঞ্জুর করবেন তা হাজার ভাগের এক ভাগই হোক না কেন।

* ওয়াকেফীনে নও এর সংখ্যা এ পর্যন্ত ১১,৪৫৫ জনে পৌঁছেছে; ৮০৫১ জন ছেলে ও ৩৪০৪ জন মেয়ে।

* তফসীরে কবীরের প্রথম খণ্ড আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাকীগুলোও ইন-শাল্লাহ্‌ শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হবে।

* আফ্রিকায় ৫টি প্রেস কাজ করেছে।

আন্তর্জাতিক বয়াতের তাহরীকের সময় সীমার মধ্যে ঃ

(ক) সারা দুনিয়ার ৮৪টি দেশে ১১৫টি জাতির লোকের বয়াতের সংখ্যা—২,০৪,৩০৮ জন। পাকিস্তানে টার্গেট ছিল ৫০০। খোদার ফযলে সেখানে বয়াত হয়েছে ৭০০ এর অধিক, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

(খ) ৬৫৫টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) ৬৬০টি গ্রামে আহমদীয়াত-এর বাণী এবার প্রথম পৌঁছেছে।

(ঘ) ৩৪৬টি মসজিদ ইমাম ও মুসল্লীসহ পাওয়া গেছে।

(ঙ) ৩৬১ জন প্যারামাউন্ট চীফ নিজস্ব লোকদের নিয়ে জামাতে দাখেল হয়েছেন।

(চ) ৫৫২ জন ইমামে মসজিদ এবং ৪৫০ জন সর্দার বয়াত করে জামাতে দাখেল হয়েছেন।

বাংলাদেশ জামাতের বয়াতের যে টার্গেট ছিল তা পূর্ণ হয়ে অনেক বেশী হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। হুযূর (আইঃ) বাংলাদেশ জামাতের নিষ্ঠা ও সাহসিকতার খুবই প্রশংসা করে দোয়া করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌ আলা যালেক।

(অডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনূদিত—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান)

কাদিয়ান সফরের পবিত্র অনুভূতি

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আঞ্চলিক ভাষায় 'কাইদ্যানী' কথাটার সাথে শৈশবেই পরিচয়। যাঁরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদী হিসাবে গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন, তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের মাঝে বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর মোল্লা মৌলভী 'কাইদ্যানী' শব্দটি ব্যাপক প্রচার করে থাকেন। এই সব অপপ্রচার ও মিথ্যা গালি গালাজের বেড়া ডিঙ্গিয়েই সত্যান্বেষী মানুষ প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সনে এই অধমও আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি। তখন থেকেই মনের গভীরে একটি সুপ্ত বাসনা লালন করে আসছিলাম, যদি কখনো পবিত্র কাদিয়ান দেখার সৌভাগ্য হয়।

খোদার অশেষ মেহেরবানী ১৯৯১ সনের ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর কাদিয়ানের শততম সালানা জলসায় যোগদানের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সফল হল। আলহামদুলিল্লাহ্।

'কাদিয়ান' এবং 'কাদিয়ানী' শব্দ দু'টি সম্ভবতঃ বর্তমান কালের সর্বাধিক উচ্চারিত এবং আলোচিত-সমালোচিত শব্দ। আজ থেকে প্রায় শত বৎসর পূর্বে কাদিয়ান ছিল একটি অপরিচিত দুর্গম গণ্ড গ্রাম। সেই নিভৃত পল্লীতে খোদার নূর অবতীর্ণ হল। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী মনোনীত হন। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি ঐশী বাণী প্রাপ্ত হলেন, 'আমি তোমাকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করব এবং তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।' একথা আজ দিবালোকের মত সত্য যে, শত বৎসর পূর্বে কাদিয়ানের গণ্ড গ্রামে উচ্চারিত সেই ঐশী ঘোষণা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। দুনিয়ার এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে মুসলমান নেই, দুনিয়ার এমন কোন সচেতন ব্যক্তি নেই যার কানে কাদিয়ান এবং কাদিয়ানী শব্দদ্বয় পৌঁছেনি। সাথে সাথে একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, কাদিয়ানের নাম দুনিয়াব্যাপী এই প্রচারের পিছনে বিরুদ্ধবাদী মোল্লা মৌলভীদের গলাবাজীও কম অবদান রাখেনি।

১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রায় ১৫০ জন নারী-পুরুষ ও শিশুর এক কাফেলা জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাত্রা করি। কলিকাতা থেকে ২১শে ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে ট্রেনে দীর্ঘ পথ (প্রায় ১৯০০ কিঃ মিঃ) পাড়ি দিয়ে ২৩শে ডিসেম্বর সকাল পৌণে এগার ঘটিকায় পাঞ্জাবের

অমৃতসর শহরে পৌঁছি। অমৃতসর রেলষ্টেশনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত শত শত আহমদী ভ্রাতার সাথে সাক্ষাৎ ও ভাব বিনিময় হয়। বিশাল অমৃতসর রেল ষ্টেশন আহমদী মুসলমানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অমৃতসর থেকে কাদিয়ানগামী বিশেষ ট্রেনের জন্য যতই অপেক্ষা করছি ততই বিভিন্ন দুরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত আহমদী কাফেলার ভীড় বাড়তে থাকে। অমৃতসর ষ্টেশনে ঘুরে ফিরে বেড়াতে গিয়ে বার বার একটি কথাই মনে হচ্ছিল, এই শহরে একজন বিখ্যাত মৌলানা ছিলেন, যার নাম সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর বিরোধিতায় তিনি ছিলেন কৃতসংকল্প। খোদার প্রেরিত মাহদীর বিরোধিতা করে সেই বিখ্যাত মৌলানা ধ্বংস প্রাপ্ত হন। আজ তাকে স্মরণ করার মত কোন লোক এ'অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, অপর দিকে শত সহস্র আহমদী মুসলিম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর প্রতি ভালবাসা ও সালাম প্রেরণ করতে করতে ছুটে চলেছে সেই নিভৃত পল্লী কাদিয়ানের পানে। এই দৃশ্য ঈমানকে সুদৃঢ় ও তরতাজা করার জন্য যথেষ্ট নয় কি ?

অমৃতসর থেকে বিকেল তিন ঘটিকায় ট্রেনে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ট্রেনটি পরিপূর্ণ ছিল শুধু আহমদী যাত্রীতে। পথে বাটালা ষ্টেশনে ট্রেন কিছুক্ষণ থামে। বাটালা পৌঁছে মনে ভেসে উঠল সেই সব দৃশ্য, যা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিভিন্ন গ্রন্থ এবং বাংলার বিখ্যাত মৌলানা হযরত সৈয়্যদ আবদুল ওয়াহেদ (বি, বাড়ীয়া) সাহেব প্রণীত 'জযবাতুল হক' কিতাবে বর্ণিত সেই মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর কথা। যিনি একজন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা এবং 'এশায়াতে সুন্নাহ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর সমসাময়িক লোক ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্র প্রেরিত মাহদীর সত্যতা অস্বীকার করায় এবং তাঁর বিরোধিতা করায় অবশেষে তিনি অত্যন্ত করুণ অবস্থায় নিপতিত হন। সব মানসম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে তিনি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। আজ বাটালার কেউ সেই মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে চিনে না, এমন কি তার কবরেরও কোন হদিস নেই। অপরদিকে সত্য মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর অনুসারীরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছেন, দুর দুরান্ত থেকে সাদা কাল বিভিন্ন ভাষাভাষী আহমদীগণ তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা উজার করে দরুদ পাঠ করতে করতে চলেছেন কাদিয়ানের দিকে। কণ্ঠে তাঁদের 'কাদিয়ান দারুল আমান— যিন্দাবাদ' 'মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কি জয়' ধ্বনি। এই হল ঐশী-তকদীর যা সত্য মাহদীর জন্য নির্ধারিত। অপরদিকে বিরোধিতাকারী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর জন্য নির্ধারিত ছিল বিস্মৃতির অমানিশার আঁধার। আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাটালভী সাহেব একজন নব্য আবু জাহল রূপে চিহ্নিত।

বাটালা থেকে যাত্রা করে ট্রেন কিছু দূর অগ্রসর হলে কাদিয়ানের প্রতীক 'মিনারাতুল মসীহ' দৃষ্টিগোচর হল। শুভ্র শ্বেত পাথরের সেই সুউচ্চ মিনার, আলোক মালায় সজ্জিত। ট্রেনের সকল যাত্রীর দৃষ্টি সেই ঐতিহাসিক মিনারের পানে। সবার কণ্ঠে দরূদ। অব্যক্ত আনন্দের ধ্বনি। এই সেই মিনার যার কথা হাদীসে রূপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই মিনার দেখার সৌভাগ্য লাভ করে খোদার কাছে শুকরিয়া জানালাম। সন্ধ্যা ৪-৪৫ মিঃ এর সময়ে ট্রেন কাদিয়ান রেল ষ্টেশনে পৌঁছে ষ্টেশন পূর্ণ হয়ে যায় সহস্রাধিক লোকে। মনটা এক পবিত্র অনুভূতিতে ভরে গেল। আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর জন্মভূমি এবং ইসলামের নব জাগরণের কেন্দ্র, পবিত্র কাদিয়ানে আগমনের সৌভাগ্য লাভ করে খোদার দরবারে দু'হাত তুলে আবার শুকরিয়া আদায় করলাম। ষ্টেশন থেকে প্রায় দুই কিঃ মিঃ পথ বাস এবং ট্রাকে করে পালাক্রমে আমাদেরকে গন্তব্য স্থলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। এক একটি বাস যাত্রা করে, আর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে নারা ধ্বনি উঠে—দীন ইসলাম যিন্দাবাদ, মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কি জয়, কাদিয়ান দারুল আমান যিন্দাবাদ। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রাত প্রায় ৭-৩০ মিঃ (ভারতীয় সময়) কাদিয়ানের পবিত্র মাটি স্পর্শ করলাম। এই মুহূর্তটি আমার জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্ত। সে সময়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার নয়, শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়।

২৪ এবং ২৫শে ডিসেম্বর ঘুরে ঘুরে কাদিয়ান দেখায় ব্যস্ত ছিলাম। ২৪শে ডিসেম্বর সকালে বেহেশ্‌তি মাকবেরায় গিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। সহস্র সহস্র লোক দল বেঁধে বেহেশ্‌তি মাকবেরায় যাচ্ছেন আর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কবরের পাশে গিয়ে মুনাজাতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। চারিদিকে এক করুণ কান্নার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কবরের পাশেই খলীফা আউয়াল (রাঃ)-এর কবর। অতি সাধারণ কবর। কোন সৌধ নেই, রঙ্গীণ গীলাফের আবরণ নেই। সাধারণ মাটির কবর, শিয়রের পাশে শুধু পরিচয় ফলক লাগানো রয়েছে। কিছুক্ষণ অবস্থান কালে লক্ষ্য করলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত নানা ভাষা ও বর্ণের লোক কী এক গভীর প্রেমের আবেগে মোনাজাত করছেন আর দু'চোখ গড়িয়ে পড়ছে বিগলিত প্রেমের অশ্রুধারা! বেহেশ্‌তি মাকবেরায় হাজার খোদা প্রেমিক; রসূল প্রেমিক, ধর্মের জন্যে ধন, মান ও জীবন উৎসর্গকারী পুণ্যাত্মা ব্যক্তির কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হল, আজ যে দুনিয়াব্যাপী প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিস্তৃতি ও অগ্রযাত্রা তার পিছনে কত খোদা প্রেমিকের জান, মাল ও সম্পদ কুরবানী হয়েছে তারই এক জীবন্ত প্রদর্শনী যেন এ কবরস্থান। এখানে এলে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা জাগে মনে।

অতঃপর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পবিত্র জন্ম স্থান, বসত বাটি, সর্বক্ষণ ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকার স্থান বায়তুদ দোয়া, মসজিদে মোবারক প্রভৃতি স্মৃতিময়

স্থান যেয়ারত করলাম। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর বায়তুদ্ দোয়ায় প্রবেশের সুযোগ এল। দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে দোয়া করলাম। মনে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পবিত্র স্পর্শ অনুভব করলাম। এই গৃহের প্রতিটি স্থানে হুযূরের পবিত্র পদস্পর্শ লেগেছে, অশ্রুতে সিক্ত হয়েছে এর প্রতিটি বালুকণা।

সন্ধ্যায় মসজিদ আকসায় মজলিসে এরফানে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র খলীফার দর্শন লাভ করলাম। অনেক দূর থেকে দেখতে হল, কারণ সারা মসজিদ লোকে পূর্ণ, ভিডিও ক্যামেরা ফ্লাশ লাইটের ঝলকানির মাঝে দুনিয়ার আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহকে দেখে চোখ সার্থক হল, মন শান্ত হল। হুযূর বিভিন্ন জনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন অতি দরদ ভরা কণ্ঠে। কখনো হাস্য-রসের মাধ্যমে। যুগ-খলীফাকে স্বচক্ষে দেখার এই পবিত্র স্মৃতি জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

তিনদিন ব্যাপী সালানা জলসার শুরু হল ২৬শে ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। হুযূর (আইঃ)-এর শুভ আগমনে জলসাগাহ্ যেন আলোকিত হয়ে উঠল। জলসাগাহে প্রবেশ পথে অতি নিকট থেকে হুযূরকে প্রদর্শন করার সৌভাগ্য হল। 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলতে বলতে হুযূর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। প্রায় ৩০ হাজার লোকের গগন বিদারী নাড়া ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল কাদিয়ানের পবিত্র আকাশ বাতাস। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোটা আনন্দাশ্রু।

তিনদিন ব্যাপী জলসার বিস্তারিত বর্ণনা দেবার জন্য দীর্ঘ রচনার প্রয়োজন। আমি শুধু এইটুকু বলেই রচনার সমাপ্তি টানতে চাই যে, প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন, এবং বিশাল জলসাগাহের মাটিতে বিছানো খড়ের উপর বসে মুগ্ধ হয়ে হুযূরের কথামৃত শুনছেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশ ও সমাজে অতিশয় সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার লোক। অথচ কি এক মধুর আকর্ষণে তাঁরা কাদিয়ানের কুয়াশাচ্ছন্ন, হীম শীতল মাটিতে বসে আছে চাতক পাখীর মত! পৃথিবীর প্রায় ১০/১২টি ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদ হেডফোনের মাধ্যমে শুনার ব্যবস্থা ছিল। বাংলাও এর মধ্যে একটি।

এই পবিত্র জলসায় যোগদান করতে পেরে মনে হচ্ছে জীবন সার্থক হল। আরও মনে হচ্ছে খোদা প্রেরিত মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর প্রতি খোদা তা'লার যে ফযল ও বরকত দান করেছেন তা কি কোন পরশ্রীকাতর, দুনিয়া লোভী, স্বার্থান্ধ মোল্লা মৌলভীর হিংসা ও ষড়যন্ত্র দ্বারা ঠেকে রাখা সম্ভব? ইসলাম তথা আহমদীয়তের বিজয় রথকে দুনিয়ার কোন যালেমের যুলুম, নির্যাতন বা কালাকানুনের শিকলে আটকে রাখা সম্ভব? কখনো নহে। ফতোয়াবাজ মোল্লাদের ফতোয়ার দুর্বল রশি দিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর বিজয় রথকে আটকানো যাবে না। এই পবিত্র অনুভূতি নিয়ে অবশেষে অমৃতসর স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানওয়ালাবাগ, দিল্লী, আগ্রার তাজমহল, কুতুব মিনার প্রভৃতি দর্শন করে ৪/১/৯২ ইং তারিখে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলাম।

আমার প্রিয় কচি কচি ভাই ও বোনেরা !

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি তোমরা সকলে কুশলেই আছো। অনেক দিন পর আবার তোমাদের কাছে লিখতে বসেছি। তোমাদের কাছে লিখিনা বলে তোমাদের ভুলে গেছি মনে করোনা যেন। সর্বদাই তোমাদের জন্যে শুভ কামনা এবং দোয়া করছি। তোমরা সবাই অনেক অনেক বড় হও। তোমাদের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসুক অনেক অনেক জাফরুল্লাহ্ খান ও অনেক প্রফেসর আবদুস সালাম। তবে একটা কথা তোমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, আমরা দুনিয়ার দিক থেকে যত বড়ই হইনা কেন আমরা যদি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শে নিজেদের জীবনকে গড়ে না তুলি তাহলে ঐ বড় হওয়া দ্বারা আমরা খোদার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো না। খোদার সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে আমাদেরকে প্রিয় নবীর জীবনাদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে। হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান (রহঃ) ও নোবেল বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালামের মধ্যে এর কোন কম্‌তি পাবে না। তোমাদের জন্যে মহানবীর একখানা সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত রচনা করেছেন আমাদের ভাই কে, এম মাহমুদুল হাসান। বর্তমান সংখ্যা থেকে তার অংশবিশেষ রীতিমত প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আশা করি এথেকে তোমরা সবিশেষ উপকৃত হবে, আজ আসি কেমন।

খোদা হাফিয।

ওয়াস্‌সালাম
ইতি—
তোমাদের নানা ভাই

আলোর রবি

আরব দেশের কথা ঃ

আমাদের দেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে বিশাল আরব ভূখণ্ড অবস্থিত। শুধুমাত্র সৌদী আরবই আরব দেশ নয়। তবে এটি বিশাল আরব ভূখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এ দেশটিতে প্রাচীনকাল থেকে আরবজাতির মানুষ বাস করছে। আবার প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন যুগে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কালো বর্ণের মানুষ এসে মক্কা মদীনা এবং আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করে যারা বর্তমানে আরব জাতি বলেই গণ্য হয়।

হেজায, নজদ, আসীর এবং এলহাসা এই চারটি প্রদেশ নিয়ে যে এলাকা গঠিত সেটাকে নিয়ে বাদশাহ্ আবদুল আযীয ইবনে সৌদ এক রাজ্য কায়েম করেন এবং এই 'সৌদ' নামের ভিত্তিতেই এই রাজ্যটির নাম দেওয়া হয় সৌদী আরব—অর্থাৎ সৌদের আরব। পবিত্র মক্কা এবং মদীনা শহর হেজাযে অবস্থিত। পবিত্র মক্কা নগরীতে কাবা গৃহ অবস্থিত। তাই আরব দেশের কথা মনে হলেই আমাদের মনে পড়ে যায় মক্কা নগর তথা হেজাযের কথা। অবশ্য এখন বাদশাহ্র নামে দেশের নামকরণ করা হয়েছে সৌদী আরব। 'ওতাইবা' বংশকে হারিয়ে দিয়ে বর্তমান 'সৌদী বংশ' দেশটা শাসন করতে শুরু করে। শুধু হেজাযই নয় বরং ইরানের পশ্চিমাংশ থেকে শুরু করে আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তের আলজেরিয়া অবধি এক বিস্তীর্ণ এলাকায় বাস করে আরব জাতি। এরা দেখতে ভারী সুন্দর। এদের গায়ের রং খুব ফর্সা। এরা হয় দীর্ঘদেহী। কিন্তু এরা যে প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করে তা খুবই রুক্ষ। তাতানো রোদ আর রাতে কনকনে ঠাণ্ডা। কোথাও কোথাও বরফ পর্যন্ত পড়ে। গোটা এলাকাটাই মরুময়।

আরব জাতির লোকেরা যেমন বিশাল এলাকা জুড়ে বাস করে, তেমনি তাদের ভাষা আরবীর প্রচলন দুনিয়ার এক বিরাট অংশ জুড়ে। এমনকি আরব জাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন এলাকার মানুষও আরবীতে কথা বলে যেমন, সুদান ও সোমালিয়ার মানুষ।

আরবরা এক অতি প্রাচীন জাতি। তাদের ভাষাও সুপ্রাচীন। আরব বর্ণমালার ব্যাপ্তি দুনিয়া জোড়া। শুনলে অবাক হবে যে, চীনের পশ্চিম প্রান্তের জিনজিয়াং থেকে শুরু করে আজারবাইজান, কিরঘিজিয়া, তুর্কমেনিস্তান, তাযিকিস্তান, কাযাকিস্তান, উযবেকিস্তান ইত্যাদি মধ্য এশীয় দেশ পাকিস্তান ও ভারতের মত দক্ষিণ এশীয় দেশ এবং ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের ভাষাসমূহেও আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। যদিও এসব দেশের মানুষের মাতৃভাষা আরবী নয়, তবুও তারা এই ভাষার বর্ণমালাকে আপন করে নিয়েছে। এমনকি ভারত মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গঠিত মাত্র ১১৫ বর্গ মাইলের যে দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ যেখানে প্রচলিত দিবেহী ভাষার বর্ণমালাও গড়ে উঠেছে আরবী বর্ণমালার সাহায্যে। এশিয়াতেই নয়, ১৯২৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের তুর্কী অংশেও আরবী বর্ণমালা প্রচলিত ছিলো। শুধু তাই নয়, ইউরোপের আলবেনীয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত হতো। আরবীতে অতি উঁচু মানের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও আরব দেশটাতো তেমন সুজলা সুফলা নয় বরং পাহাড় পর্বত আর মরুভূমিতে ভরা। মাঝে মাঝে আছে মরুদ্যান, খেজুরের বাগান আর মিষ্টি পানির উৎস। নির্দিষ্ট কিছু জায়গা ছাড়া প্রায় পুরো এলাকাতেই কোন গাছ পালা নেই। মরুভূমিতে আছে কিছু কাঁটা ঝোপ। আধুনিক কালে অনেক প্রচেষ্টার ফলে সেখানে পানি সেচের মাধ্যমে কিছু কিছু ফসল ফলানো হলেও প্রাচীনকালে সেদেশে

জীবন যাত্রা ছিলো বড়ই কষ্টের। আর আজকের দিনের মত বিমান, জাহাজ, মটর বা রেলগাড়ী কিছুই সে যুগে ছিলো না। ফলে দুর্গম মরুপথে ঘোড়া কিংবা উটে চেপেই মানুষ দুরদুরান্তরে যাত্রা করতো। ফলে দুরদেশে যাত্রা করতে পরিশ্রম যেমন হতো, তেমনি সময়ও লাগতো অনেক বেশী। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই আরব দেশের মানুষ ছিলো অশিক্ষায় ভরা। এরা লেখা পড়া তেমন করতো না। যেহেতু এরা নিরক্ষর এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে খুবই অনগ্রসর ছিলো, তাই তারা বুঝতো না কিসে ভাল আর কিসে মন্দ। পরস্পর মারামারি আর দলাদলি করেই দিন কাটাতো তারা। সামান্য বিষয় নিয়েও বংশ পরম্পরায় যুদ্ধ করতো।

মরুভূমিতে দুরদুরান্তরের পথিকদের কাছ থেকে ডাকাতি করে জিনিস পত্রও ছিনিয়ে নিত কেউ কেউ। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব মানুষের ওপর অত্যাচার করতো তারা। সুযোগ পেলেই মানুষকে দাস বানিয়ে পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দিতো সেদেশের প্রতিপত্তিশালী লোকেরা। বাজারে আলু, পটল আর গরু ছাগলের মত মানুষ বিক্রি হতো সেদেশে।

যে সব দুর্ভাগা মানুষ দাস হয়ে বিক্রি হয়ে যেতো তাদের কষ্টের কোন সীমানা থাকতে না। এসব দাসকে তারা মানুষ বলেই গণ্য করতো না। পশুর মতো খাটিয়ে নিতো। পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবার স্বাধীনতাও তাদের ছিলো না। দাসদের প্রভুরা দাসদেরকে পশুর মত মারতো।

তাদেরকে জন্তু জানোয়ার বলেই গণ্য করতো। এমনকি দাসদের ছেলে মেয়ে হলে তাদেরকেও তারা দাস বানিয়ে নিতো। দাসদের শ্রমে মালিকদের ধন-সম্পদ গড়ে উঠলেও তাদের প্রতি মালিকরা একটুও দয়ামায়া দেখাতো না।

অন্ধকার যুগ ঃ

প্রায় চৌদ্দশো বছর আগে শুধু আরব দেশেই নয় বরং গোটা দুনিয়ার মানুষই ন্যায়নীতি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো। রাজ্য বিস্তার আর গায়ের জোরে মানুষের ওপর অত্যাচার চলছিলো দেশে দেশে। অবশ্য আরবের অবস্থা ছিলো খুবই খারাপ। তাছাড়া ধর্মক্ষেত্রেও মানুষ অনেক ভুলের মধ্যে ডুবে ছিলো। দুনিয়ার সব নবীই মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার এবং ভাল কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু ইসরাঈলী জাতিতে আগমনকারী নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারী ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা এবং শঠতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী খৃষ্টানরা পথ হারিয়ে ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র ভাবতে লাগলো। দুনিয়ার বহু মানুষ মূর্তি পূজো করতে লাগলো। ইরান দেশের মানুষ সেদেশে আগমনকারী নবী যুরথুস্ত্র (আঃ)-এর শিক্ষাকে বর্জন করে আগুনের উপাসনা করতে লাগলো। ভারতে আগমনকারী নবী হযরত শ্রীকৃষ্ণ (আঃ)-এর শিক্ষাকে ভুলে ভারতে মানুষ আল্লাহ্‌র এই নবীকেই খোদা বলে পূজা করতে লাগলো। মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, (১) "এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রয়েছে রসূল" (সূরা ইউনুস, ৪৮) (২) "এবং প্রত্যেক জাতির জন্যে হেদায়াতদাতা আছে।" (আর রা'দ—৮) (৩) "এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তাঁর জাতির ভাষায় ওহী

(করে) পাঠিয়েছে, এজন্যে যেন সে তাদের কাছে (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে।" (সূরা ইব্রাহীম—৫)

কিন্তু বিভিন্ন জাতিতে আগমনকারী নবীদের শিক্ষাই যখন দুনিয়ার মানুষ ভুলে গেল তখন তারা নবীদের শেখানো আলোর পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণার মাঝে ডুবলো। এটি হলো মূর্খতার অন্ধকার। ফলে তারা মিথ্যের মাধ্যমে কথা বলতে লাগলো। লোককে ঠকানের মাধ্যমে, জিনিসপত্র ওজনে কম দিতে লাগলো। চুরি, ডাকাতি করতে লাগলো, সুদ খেতে লাগলো, গরীবদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলো। খুন খারাবি করতে লাগলো। দাস বানিয়ে মানুষ হয়েও মানুষের ওপর অত্যাচার করতে লাগলো। তারা মেয়েদেরকে সম্মান করার বদলে তাদের ওপর নির্যাতন চালাতে লাগলো। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে জ্ঞানের অভাবে তারা এই সব মহা অন্যায় করতো বলে প্রায় চৌদ্দশো বছর আগের এই যুগটিকে বলা হয় 'আইয়ামে জাহেলিয়্যত' বা অন্ধকার যুগ।

ধরায় এলেন প্রেমের দূত ঃ

যেহেতু আল্লাহ্‌ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ যখন ভুল পথে চলে গিয়ে অন্যায় করতে থাকে তখন মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কাউকে তিনি মনোনীত করেন। এরাই হলেন আল্লাহ্‌র রসূল বা নবী। মানবজাতির সেই মহাদুর্যোগকালেও প্রেমময় আল্লাহ্‌ মানুষকে রক্ষা করার জন্যে দুনিয়ায় পাঠালেন তাঁর হেদায়াত ও ভালবাসার দূতকে। সব রকমের পাপ ও মূর্খতার গহীন আঁধারে নিমজ্জিত আরবদেশেই পাঠালেন তিনি সেই মহান নবীকে। তাই বলে তিনি শুধু আরব-বাসীকেই পথ দেখাতে এলেন না। তিনি এলেন গোটা দুনিয়ার মানুষকে পথ দেখাতে। এলেন সবাইকে সব দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দিতে। তিনি গোটা দুনিয়ার জন্যে নিয়ে এলেন শান্তির শিক্ষা। এই মহান নবীর নাম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

এর আগে বিভিন্ন জাতির মানুষকে পথ দেখাবার জন্য জাতিতে জাতিতে এসেছিলেন জাতীয় নবীগণ। যেমন, ইসরাঈল জাতিতে হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), ইরানে হযরত যরথুস্ত্র (আঃ), ভারতে হযরত শ্রীকৃষ্ণ (আঃ), হযরত গৌতম বুদ্ধ (আঃ) প্রভৃতি নবীরা ছিলেন জাতীয় নবী। তাঁরা নিজেরাও বলেছেন যে, তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের জাতির জন্যেই এসেছেন। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন "ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কারো নিকট আমি প্রেরিত হই নি" (মথি—১৫—২৫)। অর্থাৎ তিনি ইস্রায়েল জাতির পথহারা মানুষের জন্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন।

কিন্তু বিশ্বনবী এলেন গোটা ধর্মের জন্যে। নিয়ে এলেন বিশ্বধর্ম।

মনে রাখবে, নবীরা মানুষকে শুধু এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেই শেখাননি। তাঁরা মানুষকে সভ্য হতে শিখিয়েছেন। মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতেও বলেছেন। তাই দুনিয়ার সব সভ্যতাই গড়ে উঠেছে ধর্মকে ভিত্তি করে।

হাদীসুল মাহদী

আল্লামা যিল্লুর রহমান (রহঃ)

(৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

৬নং হাদীস

و فی خدہ الایمن خال اسود

"আর তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডদেশে তিলক হইবে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তরজমা করিয়াছেন, "মাহদীর ডাইন চেহারাতে কাল তিলক হইবে।"

এই হাদীসে মাহদীর কোন নাম-গন্ধও নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে নিজের মতলব মত শব্দ ঢুকাইয়া দিয়া তহ্‌রীফ বা অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে পরওয়া করেন না, এই জন্যই মৌলানা সাহেব এই হাদীসের আগা-গোড়া কিছুই উল্লেখ করেন নাই, এবং 'কঞ্জোল ওম্মাল' কিতাবের ১৯৫৬ পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে 'কঞ্জোল ওম্মালের' কোন খণ্ডেই ১৯৫৬ পৃষ্ঠা নাই; ১৯৫৬ নং হাদীসকে ১৯৫৬ পৃষ্ঠা বর্ণনা করা কি ধোকা দিবার জন্য, না ভুলবশতঃ, তাহা পাঠকের বিচারের উপর ন্যস্ত করিলাম। কিন্তু 'কঞ্জোল-ওম্মাল' কিতাবের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই রকম দশ বারটি করিয়া হাদীস সন্নেবেশিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে হাদীসের নম্বরকে কিতাবের পৃষ্ঠা বলিয়া কেমন করিয়া ভুল করা যাইতে পারে, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যাক, এখানে পূর্ণ হাদীসটি প্রদত্ত হইল। তাহা পাঠ করিলে পাঠকের বুঝা সহজ হইবে যে, কি উদ্দেশ্যে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কিতাবের 'হাওয়ালা' (Reference) দিতে গোলমালের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ستكون بينكم و بين الروم اربع هدن يوم الرابع على يد رجل من ال هرون يدرم سبع سنين قيل يارسول الله من امام الناس يومئذ قال من ولدى ابن اربعين سنة كان وجهه كوكب درى فى خدہ الا يمن خال اسود عليه عبايتان قطو انيتان كانه من رجال بنى اسرائيل يملك عشر سنين سيخرج الكنوز و يفتح مدائن الشرك

"তোমাদের মধ্যে এবং খৃষ্টানদের মধ্যে চারিবার সন্ধি হইবে, চতুর্থ বার হারোনের বংশধর একজন লোকের হাতে সন্ধি হইবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেই সময় লোকের ইমাম কে হইবেন? আঁ-হযরত বলিলেন, আমার বংশধরদের মধ্যে একজন ৪০ বৎসর বয়স্ক লোক, তাঁহার চেহারা উজ্জল নক্ষত্রের মত ও তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডদেশে কাল তিলক হইবে। তিনি কোত্‌ওয়ানী' জাতীয় কাপড়ের দুইটি 'আবা' পরিহিত থাকিবেন;

তিনি যেন বনী-ইস্রাঈলের লোক এরূপ বোধ হইবে, দশ বৎসর আধিপত্য করিবেন এবং ধন-ভাণ্ডার বাহির করিবেন, শিরকের নগরগুলি জয় করিবেন।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন যে, এই হাদীসের মধ্যে ইমাম মাহদীর কোন নাম-গন্ধও নাই হাদীসের আগা-গোড়া কিছুই উল্লেখ না করিয়া, প্রতারণা-মূলক Reference দিয়া মধ্য হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে ইমাম মাহদীর উপর আরোপ করার মধ্যে কি সাধু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। আমাদের জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে, **এই হাদীসের মধ্যে তিনি ইমাম মাহদীর কথা কোথায় পাইলেন** এবং কেন তিনি রসূল করীম সাঃ-এর হাদীসের মধ্যে 'তহ্‌রীফ' বা অন্যায় হস্তক্ষেপ করিলেন? এইরকম লোকের জন্যে হযরত রসূলে করীম সাঃ কি বলিয়াছেন, তাহা কি মৌলানা সাহেবের জানা নাই?

৭নং হাদীস

বোরহান কিতাবে আছে—

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المهدى فذكر ثقلا فى لسانه -

"নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাঃ মাহদীর লক্ষণ বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন যে, তিনি তোতলা হইবেন।"

এই হাদীস উল্লেখ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী আঃ-কে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে মৌলানা সাহেব অক্লেশে জানিতে পারিতেন যে, এই লক্ষণটি তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল; অর্থাৎ তিনি কথা বলিবার সময় অনেক সময় তাঁহার তোত্‌লামি প্রকাশ পাইত।

বস্তুতঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী আঃ-এর এই লক্ষণটি আহমদীয়া গ্রন্থাদিতে প্রকাশও করা হইয়াছে। আশা করি, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য পাঠকগণ এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

মৌলনা রুহুল আমীন সাহেব অজ্ঞতাবশতঃ এই হাদীসটি তাঁহার বিরুদ্ধে পেশ করিয়াছেন। (চলবে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন—"আগামী বছর বয়াতের টার্গেট হবে এবছরের দ্বিগুণ। প্রথম তিন মাস নতুন বয়াতকারীগণের তরবীয়তের জন্যে নির্ধারণ করা হোক"। (যুক্তরাজ্যের ২৮তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিনের ভাষণ দ্রষ্টব্য)

"আজ পর্যন্ত এ অধম দাসের হাতে ৪ লক্ষ পবিত্রাত্মা বয়াত করেছেন"—

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

সংবাদ

তালীম তরবীয়তি ক্লাস সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত

গত ১৬-৮-৯৩ ইং তারিখ রোজ সোমবার নামায তাহাজ্জুদের পর থেকে ২০-৮-৯৩ইং তারিখে বাদ জুমুআ পর্যন্ত মঃ খোঃ আঃ ক্রোড়াতে ৫ দিন ব্যাপি ৪র্থ বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাশে ৩০ জন খাদেম ও তিফল অংশ গ্রহণ করে। উক্ত ক্লাস পরিচালনার জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের কাজী মজহারুল ইসলাম, এনামুল হক ইন্টু ও মুনীর হোসেন। ২০/৮/৯৩ইং তারিখ বাদ জুমুআ সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

তৌফিক আহমদ ভূঁইয়া
কায়েদ, ক্রোড়া

কৃতী ছাত্র ছাত্রী

মোতাসিম বিল্লাহ্ কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কস্ সহ ষ্টার নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে চট্টগ্রামের মীরসরাই থানাধীন সরকারহাট এন, আর হাই স্কুলের ছাত্র ছিল। মোতাসিম চট্টগ্রামের নিজামপুর কলেজের অধ্যক্ষ মোনায়েম বিল্লাহ সাহেবের বড় ছেলে। সে তার দীন ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোঃ সেলিম পাটোয়ারী, পিতা মোঃ শহিদুল্লাহ পাটওয়ারী ১৯৯৩ সনে এস, এস, সি, পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে ষ্টার মার্কস্ সহ তিন বিষয়ে লেটার মার্কস্ নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে চট্টগ্রাম মজলিসের একজন খাদেম। সেলিম সকলের নিকট তার দীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য দোয়া প্রার্থী।

মঈনুল কাদের পিতা মোঃ ওয়াজদ্দিন ১৯৯৩ সনে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে এস, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে ষ্টার নম্বর সহ ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কস্ পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। যে চট্টগ্রামের মুসলিম হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

কায়েদ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনে আমাদের কনিষ্ঠা কন্যা ছোগড়া বেগম ১৯৯৩ইং সালে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি, পরীক্ষায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মডেল গর্ভঃ গার্লস হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ষ্টার মার্কস্ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার সামগ্রিক সাফল্য, দীনি ও রূহানী উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর খেদমতে দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

আজগর আলী খাঁন ও আজিজা খান
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

আমার বড় ভগ্নীপতি জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন খান ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯২ সনের এম কম (হিসাব বিজ্ঞান) চূড়ান্ত পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। উল্লেখ্য বি, কম সম্মান পরীক্ষায়ও তিনি ২য় শ্রেণীতে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর দীন ও দুনিয়াবা উন্নতির জন্যে জামা'তের সকল ভ্রাতা এবং ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আহমদ তারেক মুবাশ্বের
মোয়াল্লেম

আমার ১ম পুত্র সুলতান আহমদ, ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৩ সনের এস, এস, সি, পরীক্ষায় নবকুমার ইনসটিটিউশন ঢাকা হতে ৬ (ছয়) বিষয়ে লেটার মার্কস্ সহ ষ্টার মার্কস্ পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। তার প্রাপ্ত মোট নম্বর হল ৮৭৭।

তার ভবিষ্যত জীবনের সার্বিক উন্নতির জন্য জামা'তের সফল ভাই ও বোনের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আবু বকর আকন্দ
হিসাব রক্ষক, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ

'শ্রীকৃষ্ণ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন'

"বাংলাদেশ ইসলামী ওয়াকার্স কেন্দ্রের সভাপতি মওলানা আবদুল সোবহান জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক ভাষার জাতির নিকট নবী রসুল পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন, সেই হিসাবে আল্লাহ্তা'লা ভারতবর্ষে তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত বাণীর মধ্যে ছিল: এক মেবা: দ্বিতীয়ম: অর্থাৎ এক ভিন্ন উপাস্য নাই। মওলানা সোবহান বলেন, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও জবুর-এর ন্যায় বেদও আল্লাহ্র প্রেরিত গ্রন্থ। সে কারণে হিন্দু জাতিও আহলে কিতাব বা ঐশ্বরিক গ্রন্থধারী জাতি। তবে তাহাদের মধ্যে পরবর্তীকালে মূর্তি পূজা বা তামসিক ধর্ম সৃষ্টি হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ বিপথগামী হন। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পৌত্তলিকতা পরিহার করিলেই ব্রাহ্মণদের মুক্তি সম্ভব"।

(দৈনিক ইত্তেফাক-এর ১৪-৮-৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

সন্তান লাভ

আল্লাহ্তা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহে গত ৬/৭/৯৩ ইং রোজ মঙ্গলবার ভোর ৩-৩০ মিনিটে আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ্। নব জাতিকা ও তার মা সুস্থ আছে। নব জাতিকা ও তার মাকে যাতে আল্লাহতা'লা সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন এবং নব জাতিকা যেন দীনের উচ্চ মাকামের খাদেমা হয়, তার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দৌলত আহমদ ও মিসেস জাহানারা আহমদ,
শ্যামপুর, রংপুর

খোদ্দামের বিশেষ জ্ঞাতব্য

এতদ্বারা খোদ্দাম ও আতফালের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে হুযূর (আইঃ) এর সাম্প্রতিক জুমুয়ার খুতবার প্রেক্ষিতে মোহতারম সদর সাহেবের নির্দেশে আসন্ন ২২তম ইজতেমার সিলেবাস ও প্রোগ্রামে কিছু রদবদল করা হয়েছে:

১। পূর্বের সিলেবাসের সাথে সূরা ফাতেহার কিরাত, অর্থ ও তফসীর সংযুক্ত করা হলো।

২। ইজতেমায় রচনামূলক কোন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না—দু'টি ষান্মাসিক তালীমি পরীক্ষাই এর বিকল্প। তবে ধর্মীয় জ্ঞানের উপর গ্রুপ ভিত্তিক মৌখিক ও একটি কুইজ টাইপ (নৈর্ব্যক্তিক) লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৩। ইজতেমায় খেলাধূলায় যথেষ্ট আইটেম ও দেয়ালিকা প্রদর্শনী রাখা হয়েছে।

মুহাম্মদ সেলিম খান
আহ্বায়ক প্রোগ্রাম ও সিলেবাস সাব কমিটি
২২তম বার্ষিক ইজতেমা, মঃ খোঃ আঃ বাঃ

সম্পাদকীয় ঃ

আমাদের প্রিয় নবী বিশ্ব-নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)

ইয়া রাব্বি সাল্লে 'আলা নাবীয়েকা দায়েমান ফী হাযিহিদ্দুন্‌য়া ওয়া বা'সেন সান

হাজার হাজার সালাম ও দরূদ সেই মহা মহিমান্বিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওপর যাঁর উদ্দেশ্যে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা সৃষ্টি করেছিলেন সারা জাহান। বর্ষ-পত্রে আর একবার রবিউল আওয়াল মাস এসে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিল—মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের নবী, তোমাদের জন্যে মহান আদর্শ—আল্লাহ্‌তা'লার সন্নিধানে পৌঁছতে হলে কেবল তাঁরই শিক্ষা ও আদর্শের লাগাম ধরে তা সম্ভব।

আজকের সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে মানুষ শান্তির অন্বেষায় ধর্ণা দিচ্ছে বিভিন্ন ইজম ও ব্যবস্থাপনার দুয়ারে। কিন্তু পদে পদে তাদের কপালে লাগছে পরাজয়ের টীকা। মানুষের কিসে মঙ্গল হবে তা সবচাইতে বেশী ভাল জানেন মানুষের স্রষ্টা। তিনি যথাসময়ে একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা তথা ইসলাম নিয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যথাসময়ে পাঠিয়েছিলেন খাতামান্নাবীঈন বিশ্ব-নবীকে—বিশ্বের দরবারে। ইসলাম রূপ এই মুহাম্মদী জ্যোতিঃ স্বল্পকালীন সময়ে আরবের তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার গহ্বরে নিপতিত একটা জাতিকে জ্যোতির্ময় করে দিয়েছিল। তারা পেয়েছিল জীবনের আস্বাদ, পেয়েছিল স্বর্গীয় অমিয় ধারা পান করে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হওয়ার সুযোগ। কিন্তু ইসলামকে ঈমান ও আমলের দিক হতে সঠিকভাবে অনুসরণ না করার ফলে ধীরে ধীরে ইসলামের জ্যোতির্ময় দেহ পুনরায় ধুম্রজালে আচ্ছাদিত হতে থাকল। গত ১৩০০ বছর ধরে ইসলামের জ্যোতির্ময় দেহ মলিন হতে হতে একেবারে ধূলাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এর অনুসারীরা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে হয়ে গেল অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত। ১৩০০ বছরের শেষ প্রান্তে এসে ইসলামের অনুসারী তথা মুসলমানদের অবস্থা এতই হীন প্রতিপন্ন হল যে, তাদেরকে বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর উম্মত বলে আর চিনতে পারাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক ইতিহাসের পাঠক তা ভালভাবে অবহিত আছেন। আমরা কি ছিলাম, আর কি হয়ে গেছি!

মুসলমানগণ শ্রেষ্ঠ-নবীর শ্রেষ্ঠ-উম্মত বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতকে অধঃপতন থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা নবী পাঠালেন। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ-উম্মতের অধঃপতনের পথ তো আল্লাহ্‌তা'লা খোলা রাখলেন, কিন্তু তাদের অধঃপতন হতে মুক্তির ব্যবস্থা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা করলেন না—এটা তো হতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতকে অধঃপতন ও অবক্ষয় থেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর নবীর রূহানী শক্তিকে অবশ্যই ক্রিয়াশীল রেখেছেন এবং এ ধারায় তিনি প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদের আবির্ভাব অব্যাহত রেখে উম্মতকে সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন এবং উম্মতের চরম অবক্ষয়ের যুগে যথাসময়ে মোজাদ্দেদে আযম-মাহদী ও মসীহ্‌কে (আঃ) প্রেরণ করেছেন যাতে দুনিয়া আবারও দেখতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদর্শই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং তাঁর রূহানী শক্তি আসলেই ক্রিয়াশীল ও জীবন্ত। তিনিই জীবিত নবী, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ জীবন্ত। সেই প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ্ হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুত্র ও দাস। আসুন আমরা তাঁকে চিনে নিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত-ভরপুর রূহানী আশিস আস্বাদন করি এবং আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির বারি ধারায় অবগাহন করে ধন্য হই।

31st August 1993

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury